শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

পতিতপার্ব্বতী।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত শিকদার প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

শ্রীমধুসূদন শীলের চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত

হইল।

সন ১২৬৭ সাল।

মূল্য ||০ অর্দ্ধ মুদ্রা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয় পত্রাঙ্ক।

মঙ্গলাচরণ।

পয়ার।

জয় জয় জগদীশ, নিত্য নিরঞ্জন।
পরাৎপর সারাৎসার, সত্য সনাতন॥
নিরাকার নিরাধার, নির্ব্বিকার হও।
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব স্থানে রও॥
সর্ব্বভূতে আবির্ভাব, সর্ব্বত্র প্রচার।
সর্ব্বযুগে সমভাব, তুমি সর্ব্বসার॥
সর্ব্ব জীবে সর্ব্ব ভাবে, দয়া প্রকাশক।
সর্ব্ব লোকে সর্ব্ব রূপে, হও প্রপালক॥
সুপ্রকাশ সর্ব্ব লোকে, মহিমা তোমার।
সৃষ্টি স্থিতি সংহারের, স্বামী অনিবার॥
তোমার নিয়মে হয়, দিবস রজনী।
আজ্ঞা ক্রমে ভ্রমে দিবামণি নিশামণি॥
ভয়ে বহে সমীরণ, সদা সর্ব্বক্ষণ।
আদেশে ভ্রময়ে নাকে, যত গ্রহগণ॥

অরে অতি মূঢ়মতি, ত্যজিয়া কুমতি ।
মহামতি ঈশপদ, রাখ তাহে মতি ॥
সেই পদ ভজিবারে, বলি বারে বারে ।
অনায়াসে পাবে পার, ভবপারাবারে ॥
এভাব ভাবনা মনঃ, ছাড়িয়া ভাবনা ।
এখন ভাবিলে সুখ, আছে সম্ভাবনা ॥
কহে দ্বিজ চন্দ্রকান্ত, করি যোড়কর ।
শ্রীচরণে মতি যেন, থাকে নিরন্তর ॥

পতিতপার্ব্বতী।

গ্রন্থারম্ভঃ।

লঘু-ত্রিপদী ছন্দ।

অতি নিরুপম, ত্রিদশের সম,
সুমতি নগর হয়।
তথাকার ভূপ, অতি অপরূপ,
জীবন যাহারে কয়॥
প্রতাপে রাজন, জিনি দশানন,
মদনমোহন সম রূপে।
সে রূপ হেরিয়া, কামে শিহরিয়া,
রতি পড়ে কামকূপে॥
রাম সম রণে, ধনাধিপ ধনে,
যুধিষ্ঠির সম মানে।
না হয় বিকৃতি, সুধীর প্রকৃতি,
কর্ণের সমান দানে॥

ভূপতির রাণী, সাক্ষাৎ শিবাণী,
কাদম্বিনী নাম যাঁর।
হেরিলে তাঁহারে, মোহে একেবারে,
অচেতন হয় মার ॥
অমাত্য রাজার, নামে গুণাধার,
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
বৃহস্পতি জিনি, বুদ্ধে হন যিনি,
সুশীল সুগুণান্বিত ॥
ষড় রিপুগণে, আপন সদনে,
করিয়াছে পরাজয়।
জন্ম বিপ্র-কুলে, কভু নাহি ভুলে,
করে পাপ-পথাশ্রয় ॥
তাঁহার বনিতা, নানা গুণান্বিতা,
পতিপরায়ণা অতি ;
চন্দ্রকলা নাম, সর্ব্বাঙ্গ সুঠাম,
রূপেতে কামের রতি ॥
রাজার কুমার, সাক্ষাৎ কুমার,
পতিতপাবন নাম।
বিদ্যার নগরে, গুণের বাসরে,
বাস করে অবিশ্রাম ॥

গুণাধার সুত, অতি গুণযুত,
কুমার যাহারে কয়।
সে রূপ নলিন, হেরিয়া মলিন,
তরুণ অরুণোদয়॥
দৈবের নময়, রাজার তনয়,
গুণাধার সুত সনে।
অত্যন্ত প্রণয়, অকৃত্রিম হয়,
অতি প্রীতি দুইজনে॥
একত্রে অভ্যাস, একত্রে সহবাস,
একত্রে শয়নাহার।
লেখায় পড়ায়, সমান দোঁহায়,
সম গুণ দোঁহাকার॥
শাস্ত্রেতে পণ্ডিত, বিশেষ পণ্ডিত,
ভার্গব লুকায় যায়।
স্মরি কালীকান্ত, দ্বিজ চন্দ্রকান্ত,
পতিভক্তপার্ব্বতী গায়॥

পতিতপাবনের রাজ্যাভিষেক এবং কুমারের অমাত্য পদে স্থিতি।

পয়ার।

বহুকাল রাজ্যভোগ করিয়া জীবন।
পুত্রে রাজ্যভার দিতে হইল মনন॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে ডাকিয়া সংহতি।
সভা করি বসিলেন সানন্দে ভূপতি॥
অতঃপর নরবর বিনয় বচনে।
সবারে সম্ভাষ করে প্রহর্ষিত মনে॥
নিবেদন সভাজন শুনহ আমার।
বৃদ্ধাবস্থা উপনীত হেরি এইবার॥
পতিতের করে রাজ্য করিয়া অর্পণ।
মনঃ সুখে করি সদা দেবতারাধন॥
এই অভিলাষ মম হইয়াছে মনে।
ইহার বিহিত এবে বল সর্ব্বজনে॥
এতেক শুনিয়া সবে করি যোড়কর।
কহিতে লাগিল তবে নৃপের গোচর॥
শুন শুন মহীপতি করি আবেদন।
পতিতে যদ্যপি রাজ্য করেন অর্পণ॥

তা হলে কুমারে দিয়া অমাত্যের পদ।
আপনি পূজুন গিয়া দেবাদির পদ॥
পতিতের মন্ত্রিবর হইলে কুমার।
নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে রবে গুণাধার॥
এই রূপ নানামতে বলি সর্ব্বজন।
নিজ নিজালয়ে ক্রমে করিল গমন॥
এদিকেতে মহারাজ হরিষ অন্তরে।
শুভ দিন শুভক্ষণ নির্দ্ধারণ করে॥
আনন্দে যাইয়া তিনি অন্দরমহলে।
মহিষীরে মহাসুখে সর্ব্ব কথা বলে॥
শুনিয়া নাথের বাণী রাজার অঙ্গনা।
সুখের সাগরে যেন হইল মগনা॥
অতঃপর নরপতি ডাকি গুণাধারে।
কহিলেন মন্ত্রী হবে তোমার কুমারে॥
পতিত হইবে রাজা অমাত্য কুমার।
হইলে সাজিবে ভাল অহে গুণাধার॥
শ্রবণে রাজার বাক্য হয়ে হৃষ্টমতি।
গুণাধার নিজ গৃহে করিলেন গতি॥
ক্রমশ নগর মধ্যে হইল প্রচার।
নূতন রাজন হবে ভূপের কুমার॥

আনন্দের সীমা নাই প্রজার মণ্ডলে।
নানা মত ভেট দেয় রাজার মহলে ॥
সুতে অভিষেকে যাহা হবে প্রয়োজন।
ক্রমেত ভূপাল তাহা করে আয়োজন ॥
অবশেষে শুভকাল হইলে আগত।
সাজাইল নৃপালয় করি মনোমত ॥
নৃত্য করে নর্ত্তকীরা গায়কেরা গায়।
বাদ্য করে বাদ্যকরে নানা যন্ত্রপ্রায় ॥
পাখোয়াজ খোল ঢোল মৃদঙ্গ তবোল।
কাঁসর দগড়া বাজে সুমধুর বোল ॥
কিবা সুমধুর স্বরে বাজয়ে সেতারা।
তারে তারে লাগি তার বলে তারা তারা ॥
কিবা সুমধুর স্বরে বাজিতেছে বীণা।
বলে মন ভাবিওনা কালীপদ বিনা ॥
তানপুরা বাজে কিবা সহিত মন্দিরে।
নানা মত বাজে কত রাজার মন্দিরে ॥
এইকালে নানা সাজে হইয়া সজ্জিত।
রাজপদে অভিষিক্ত হইল পণ্ডিত ॥
কুমার হইল তার প্রিয় মন্ত্রিবর।
দুই জনে বসিলেন সিংহাসনোপর ॥

বামেতে বসিল সুখে অযাতাকুমার।
দক্ষিণে পতিত বৈসে সাক্ষাৎ কুমার॥
নূতন নৃপতি হেরি যত প্রজাগণ।
সানন্দে সবার মন হইল মগন॥
রাজালয়ে বেদপাঠ করে বিপ্রচয়।
অদৈন্য করেন দানে রাজা মহাশয়॥
শিবিকা শকট আদি হস্তি করি যত।
দান দেন দণ্ডধর দ্বিজে শত শত॥
হীরক সুবর্ণ রূপা পান্না গজমতি।
চন্দ্রকান্ত মণি আদি দেন মহামতি॥
আতর কস্তূরী চূয়া সুগন্ধি চন্দনে।
ভাসাইল নৃপালয় আনন্দিত মনে॥
মহোল্লাসে পূর্ণ হৈল রাজার আগার।
বিরচিল দ্বিজ চন্দ্রকান্ত শিকদার॥

পতিতের স্বপ্ন দর্শন এবং জলদ নগরে পার্ব্বতীর অন্বেষণে গমন।

পতিতপাবন রায়, ঐশ্বর্য্যে পূর্ণিত কায়,
সুমতির হয়ে অধিপতি।
অবিরত সুখে রত, প্রজা পালে পুত্র মত,
রাজা প্রতি রাখি দৃঢ়ভক্তি॥

করি ইহা দরশন, হয়ে প্রফুল্লিত মন,
ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবর্ত্ত জীবন।
কিছু দিন এই মত, সুখেতে হইল গত,
অতঃপর শুনহ ঘটন॥
এক দিন রাত্রিযোগে, পতিত শয়নযোগে,
নিদ্রাযুক্ত আছে অতিশয়।
হেনকালে কৃপা করি, আসিলেন শুভঙ্করী,
যেই স্থানে জীবন তনয়॥
আসিয়া তাঁহার পাশে, কহিছেন মৃদু ভাষে,
শুন বাছা আমার ভারতী।
কৃষ্ণনগর ধাম, কেশরাম রায় নাম,
তাঁর কন্যা নামেতে পার্ব্বতী॥
তুমি আর সেই নারী, মোর সেবা অনিবারি
পূর্ব্বজন্মে করিতে দুজন।
কোন কারণের তরে, স্বর্গ হৈতে ধরাপরে,
জন্ম লয়ে হয়েছ পতন॥
দোঁহাতে মিলন হলে, জন্মান্তরে কুতূহলে,
অনায়াসে হবে স্বর্গভোগ।
মিলন না হলে পরে, থাকিবে এ ধরাপরে,
বেষ্টন করিবে পাপরোগ॥

অমাত্য লইয়া সনে, জলদেতে শুভক্ষণে,
কল্য তুমি করিয়া গমন।
অঙ্গে মাখি ভস্মরাশি, হইয়া শ্মশানবাসী,
কর গিয়া আমারে অর্চন॥
ক্রমে দূরে গেলে পাপ, বিমোচন হবে শাপ,
পার্ব্বতী পাইবে তার পর।
করি তারে পরিণয়, হবে অতি সুখোদয়,
দোঁহে যাবে আমার গোচর॥
এইরূপে ক্ষেমঙ্করী, পতিতে জ্ঞাপন করি,
স্বপ্নযোগে শুভ সমাচার।
মহানন্দে হিমাচলে, শঙ্কর গেলেন চলে,
ত্যজ্য করি রাজার আগার॥
ক্রমে নিশা অবসান, ধরাপরে অধিষ্ঠান,
আসিয়া হইল দিবাকর।
এদিকে পণ্ডিত রায়, শয্যা হৈতে উঠি যায়,
মন্ত্রিপাশে অতি ত্বরতর॥
আসিয়া অমাত্যপাশ, স্বপ্ন করি সুপ্রকাশ,
কহিলেন মধুর ভাষায়।
শুনি স্বপ্ন বিবরণ, কুমারসিংহরে কন,
জলদেতে চলহ ত্বরায়॥

এত শুনি যুবরাজ, নাহি করি কাল ব্যাজ,
পিতৃপাশে হয়ে উপনীত।
কহিল মধুর স্বরে, যাইব মৃগয়া তরে,
গহনেতে অতি ত্বরান্বিত॥
এমত শ্রবণ করে, অতি আনন্দিতান্তরে,
মহীপতি অনুমতি দিল।
আজ্ঞা প্রাপ্তে যুবরাজ, করিয়া মৃগয়া-সাজ,
ধনুর্ব্বাণ করেতে লইল॥
অতঃপরে অশ্বোপরে, উঠে প্রফুল্লিতান্তরে,
মন্ত্রিবরে লইয়া সংহতি।
কালীপদ ভাবি মনে, যাত্রা করি দুই জনে,
ত্যজ্য করি চলিল সুমতি॥
দৌহাকার দুই হয়, পবনে করিয়া জয়,
চলে বেগে মনের সমান।
নানা দেশ অতিক্রমে, জনপদেরে ক্রমে,
উত্তরিল দুই মতিমান॥
গিয়া তথা যুবরাজ, ত্যজিয়া মৃগয়া-সাজ,
যোগিরূপ করিয়া ধারণ।
মাখিয়া ভস্মের রাশি, হইল শ্মশানবাসী,
তপ জপ সাধন কারণ॥

এদিকে দ্বি অশ্ব লয়ে, সাতিশয় ভীত হয়ে,
জলদেতে ভ্রমিছে কুমার।
হেনকালে মৃদুহাসি, উপনীত হৈল আসি,
গোপী এক রসের আগার॥
অর্দ্ধেক বয়স তার, কক্ষদেশে দুগ্ধভার,
পীনোন্নত দুই পয়োধর।
জলধর জিনি কেশ, রসিকা রসের শেষ,
মঞ্জনের রেখা দন্তোপর॥
করিকর নিন্দি উরু, কামধনুঃ জিনি ভুরু,
গৌরবর্ণ দীর্ঘ কলেবর।
এমনি নয়নঠার, পুরুষ চাহিলে আর,
ফিরে নাহি যায় নিজ ঘর॥
এমতে কুমার যথা, গোপিকা আসিয়া তথা,
জিজ্ঞাসিল সুমধুর ভাষে।
কোথা যাবে কিবা নাম, কিবা জাতি কোথা ধাম,
প্রকাশিয়া বল মম পাশে॥
শুনিয়া কুমার কয়, সুমতিনগরে হয়,
মমাবাস কুমার আখ্যান।
আমার যে সহোদর, যোগিবেশে এ নগর,
এসেছেন হানি দুঃখবাণ॥

যে জনার অন্বেষণে, বহু দেশ পর্য্যটনে,
অবশেষ এসেছি হেথায় ।
বাসা হৈলে মনোমত, থাকি তথা দিন কত.
অন্বেষণ করিব তাহায় ॥
বাসার কারণ কত, দুঃখভোগে আছি রত.
বল দেখি বাসা কোথা পাই ।
নাহি জানি কোন জনে, যাব কার নিকেতনে,
অন্তরেতে ভাবিতেছি তাই ॥
এত শুনি গোপী বলে. চল তবে কুতূহলে.
মম বাসে দিব এক ঘর ।
যাবৎ থাকিতে হয়, থাক গিয়া মহাশয়.
কভু না হইও ভাবান্তর ॥
শ্রবণে কুমার হেন, আনন্দিত হয়ে যেন,
মগ্ন হৈল সুখের সাগরে ।
অতঃপরে গোপিকারে. আই বলি বারম্বারে,
জিজ্ঞাসিল সুমধুর স্বরে ॥
তোমার কে আছে আই, প্রকাশি বলহ তাই
বাঞ্ছা করি শুনিবারে চাই ।
আমার আইর রূপ, সদৃশ তোমার রূপ.
ডাকিতেছি তাই বলি আই ॥

শুনি তবে গোপী কয়, কেহ নাহি মহাশয়,
একা মাত্র থাকি নিকেতনে।
আছে পতি দুরাশয়, দেশান্তরে সদা রয়,
কভু নাহি মোরে করে মনে॥
তাহার এখানে আসা, নাহি করি কভু আশা,
দুগ্ধ বেচি রাজার মন্দিরে।
যেমন তেমন করি, কাটে দিবা বিভাবরী,
আর নাহি চাহি তারে ফিরে॥
এই মত আলাপনে, অবশেষে গোপী সনে,
কুমার যাইয়া তার বাসে।
স্নানাদি ভোজন করে, অশ্ব রক্ষকের তরে,
গোপী প্রতি কয় মৃদুভাষে॥
শুন শুন ওগো আই, বল দেখি কোথা পাই,
বাজির রক্ষক এক জন।
কি রূপেতে হয়দ্বয়ে, রাখিব তব আলয়ে,
ছিন্ন ভিন্ন করিবে ভবন॥
এত শুনি গোপী গিয়া, বাজারেতে উত্তরিয়া,
হয়ের পালক লয়ে সনে।
আসিয়া আপন ঘরে, অশ্ব দিয়া তার করে,
কহিল যে রাখিও যতনে॥

দশ মুদ্রা প্রতি মাসে, যোগাইব তব পাশে,
এত শুনি অশ্ব লয়ে যায়।
স্মরি পদ শারদার, চন্দ্রকান্ত শিকদার,
পণ্ডিত পার্বতী হয়ে গায়॥

শরৎ বর্ণন।

ভঙ্গ ত্রৌপদী।

শরদের সৈন্য যত, সদা বাঞ্ছিল হত,
তাহা হেরি প্রজাগণ, শরদনুগত রে।
একেতো আবৃত কায়, রাজাচ্যুত হয়ে তায়,
বরষা রাজন তাপ, পাপে কত শত রে॥
শরদ স্বদল বলে, ডাকিয়া সবারে বলে,
শুন শুন সর্ব্ব জনে, মম বাক্য ধর রে।
নিজ নিজ কার্য গিয়া, কর তাহা মন দিয়া,
বাহুবলে রাজ্য রক্ষা, কর নিরন্তর রে॥
আজ্ঞা পায়ে চরগণ, চলে তারা অগণন,
স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে সবে, হয়ে প্রফুল্লিত রে।
গিয়া সবে পরস্পরে, মহানন্দে কর্ম্ম করে,
বাহুবলে দিয়া জয়, সবে ভাবান্বিত রে॥

এ দিকেতে নিজ বল, প্রকাশিতে দল বল,
যত ছিল জলদের, আসি অহঙ্কারে রে।
নভো আচ্ছাদন করি, রহে দিবা বিভাবরী,
বিশ্বশোভা গিয়া প্রায়, হয় অন্ধকার রে॥
গরজে গভীর নাদ, সবে গণে সুপ্রমাদ,
কিন্তু সে গর্জ্জন হয়, স্থায়ী অল্পক্ষণ রে।
জলদে জলদময়, যতেক মণ্ডুকচয়,
নীরে শির বক্র করি, করয়ে ভ্রমণ রে॥
গড় গড় গুড় গুড়, হুড় হুড় দুড় দুড়,
গুড়ুম গুড়ুম গুম, কড় কড় করে রে।
শুনি শব্দ ভয়ঙ্কর, মর্ত্যভূমে যত নর,
স্তব্ধপ্রায় হয়ে সবে, কাঁপে থর থর রে॥
জলদ হইতে জল, পড়ে কিবা সুশীতল,
চাতক চাতকী ধায়, করিবারে পান রে।
মধ্যে মধ্যে সৌদামিনী, হয়ে অতি উল্লাসিনী,
নীরদ হইতে কিবা, করে আলো দান রে॥
যত ছিল জলাশয়, সলিলে সংপূর্ণ হয়,
সরসী তড়াগ আদি, নদ নদীচয় রে।
ধরায় না ধরে বন, কমল কুমুদ বন,
ভেসে যায় স্রোতভরে, কিবা শোভা হয় রে॥

হংস আর হংসীগণে, সুখোদয় সন্তরণে,
দর্শকেরা হরষিত, করিয়া দর্শন রে ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা করি দূর, গান করে সুমধুর,
বিজনেতে ঝাকে ঝাকে, বসি দ্বিজগণ রে ।।
সুধা রূপ সুধাকর, সুপ্রকাশে স্বীয় কর,
চকোর চকোরী ধায়, সুধাপান তরে রে ।
হেরিলে তেমন শশী, ঘুচে যায় মনোমসী,
মহাসুখোদয় হয়, দর্শক অন্তরে রে ।।
এইমত মহারঙ্গে, সহচর লয়ে সঙ্গে,
সুশীল শরৎ আসি, করে অধিকার রে ।
কালীপদ মনে স্মরে, শরৎ বর্ণন করে,
বিপ্রের নন্দন চন্দ্রকান্ত শিকদারে রে ।।

পতিতপাবনের যোগ সাধন ।

পয়ার ।

শ্মশানেতে দিবা নিশি বসিয়া পতিত ।
যোগে রত অবিরত হইয়া পতিত ।।
শরতের বৃষ্টি কষ্ট লাগিল সে কায় ।
তথাপি চেতন নাহি পড়ে মৃত্তিকায় ।।

নিদ্রাহার ত্যজ্য করি সাধনেতে রত।
ক্রমেতে শরৎ রাজ হইলেন গত॥
হেমন্তের অধিকার হইল ধরায়।
মৃদুমন্দ ভাবে বহে উত্তরীয় বায়॥
ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প শীত অনুভব।
বিরহিকে জ্বালাতন করে মনোভব॥
এত হিম রাত্রিকালে ধরায় পতন।
প্রাতে বোধ হয় যেন বৃষ্টি বরিষণ॥
নরলোকে নরগণে শীতবস্ত্র যত।
ব্যবহার করে সবে নিজ অভিমত॥
নিশির শশীর আভা ঢাকিল শিশিরে।
অশনি পড়িল যেন নবোঢ়ার শিরে॥
শর্ব্বরীর পরিমাণ হইল বিস্তর।
থর থর কাঁপে যেতে পতির গোচর॥
দিনকর ক্ষীণকর হইতে লাগিল।
আয়ু ক্ষয় বায়ুচয় প্রধানে হইল॥
নীড় ছাড়ি পক্ষিগণ প্রায় নাহি যায়।
সুমধুর স্বরে গান আর নাহি গায়॥
বিয়োগীর দুঃখ বড় সংযোগীর সুখ।
প্রফুল্ল না হেরি বিরহিণীদের মুখ॥

গোপালে না খায় ঘাস শিশিরের তরে ।
সুখেতে পোহায় নিশা নাগরী নাগরে ॥
তরুলতা আদি সবে হইল মলিন ।
আর নাহি হেরি নীরে প্রফুল্ল নলিন ॥
আর না শুনিতে পাই ভৃঙ্গের কাকলি ।
আর না দেখিতে পাই আকাশে বিজলি ॥
এমতে হেমন্ত রাজ আইল ধরায় ।
নেহারি তাহার দাপ ভয়ে কাঁপে কায় ॥
দুরন্ত হেমন্তে ভয় না করি পতিত ।
অবিরত ধ্যানে মনে সে রূপ অসিত ॥
মহামায়া পতিতের হেরি হেন যোগ ।
জানিলেন বহু ক্লেশ করিতেছে ভোগ ॥
সদয়া হইয়া তারে পশুপতি-রাণী ।
অন্তরীক্ষে থাকি কহে সুমধুর বাণী ॥
মিছা আর কেন বাছা পাও এত ক্লেশ ।
তোমার শরীরে আর নাহি পাপলেশ ॥
শীঘ্রগতি যাও তুমি মন্ত্রির সদনে ।
বাসা করি আছে সেই গোপীর ভবনে ॥
তাই বলি তব মন্ত্রী ডাকে গোপিকায় ।
গোপীও নাতিন বলি ডাকয়ে তাহায় ॥

তুমি গিয়া ভাই বলি ডাকিবে সে জনে
কুবাসনা কভু আশা নাহি করো মনে ॥
তাহার সঙ্গেতে যদি করহ কুকর্ম্ম ।
তা হলে হইবে তব বিষম অধর্ম্ম ॥
সাবধানে থেক সদা অহে যুবরাজ ।
মন লাজ ত্যজি সদা করোনা কুকাজ ॥
অবশেষে সে জন তব হইবে সহায় ।
পার্ব্বতী হইবে প্রাপ্ত তাহার কৃপায় ॥
আর এক কথা কহি শুনহ শ্রবণ ।
কুমারে লইয়া সনে রাজার ভবন ॥
আনন্দে করহ গিয়া সাঁপাকির কাজ ।
অবশ্য পূরিবে আশ অহে যুবরাজ ॥
এইমত মহামায়া বলি দৈববাণী ।
হিমাচলে গেল চলে ভবের ভবানী ॥
দ্বিজ চন্দ্রকান্ত স্মরি তাঁহার চরণ ।
পণ্ডিতপার্ব্বতী সুখে করে বিরচন ॥

রাণী কাদম্বিনীর প্রতি কালিকার কথা।
কৌতুক।

ক্রমে তিন মাস হইল অতীত।
তবু না আইল স্বদেশে পতিত॥
ভাবিয়া রাজন হইল অস্থির।
উপায় না পায় নেত্রে বহে নীর॥
এদিকে মহিষী না হেরে তনয়।
নিয়ত তাঁহার ক্ষুণ্ণিত হৃদয়॥
কখন বসিয়া করিছে ক্রন্দন।
কখন কপালে হানিছে কঙ্কণ॥
কখন ত্যজিয়া অঙ্গের ভূষণ।
বলিছে বদনে পতিতপাবন॥
বদনে ওদন পশিত তাঁহার।
কেবল অনিল করেন আহার॥
অন্ন জল ত্যজি এমতে মহিষী।
হইল যেমন উন্মত্তা মহিষী॥
সুবর্ণ বরণ বিবর্ণ হইল।
অঙ্গেতে বসন কেবল রহিল॥
বিহনে প্রাণের কুমার পতিত।
ক্ষণে ক্ষণে হন স্পন্দন রহিত॥

পতিত ব্যতিত আর নাহি সুত।
যে তাহারে হেরি হবে সুখযুত॥
এক মাত্র সুত আছয়ে পতিত।
তাহারে না হেরি সকলে দুঃখিত॥
অপর ঘটনা করহ শ্রবণ।
যে রূপে জানিল সেখানে স্বপন॥
একদা মহিষী করিয়া রোদন।
অঙ্গন পাতিয়া করিল শয়ন॥
এমন সময় শিবের শঙ্করী।
হইয়া রমণী পরম সুন্দরী॥
রাণীর শিয়রে দিয়া দরশন।
স্বপনে তাঁহারে বলিছে বচন॥
শুন গো ভারতি রাজার মহিষী।
পুত্র তরে কাঁদ কেন দিবা নিশি॥
কেনবা সর্ব্বদা করহ ক্রন্দন।
ছিমাস অন্তরে পাইবে নন্দন॥
করিয়া বিবাহ তোমার তনয়।
অঙ্গনা লইয়া আসিবে আলয়॥
রোদনেতে রত থেকো নাহি আর।
মম বাক্যে হবে আশার সুসার॥

এমতে রাণীরে দেখায়ে স্বপন ।
শিবের গৃহিণী করিল গমন ॥
ভবানী যাইলে রাজার বনিতা ।
নিদ্রা হৈতে উঠে হয়ে চমকিতা ॥
ঢুলু ঢুলু আঁখি চারি পাশে চায় ।
কিছু না নিকটে হেরিবারে পায় ॥
অমনি যাইয়া রাজার মহলে ।
স্বপ্ন বিবরণ সমুদয় বলে ॥
শুনিয়া রাণীর এরূপ স্বপন ।
বিবিধ প্রবোধ দিলেন রাজন ॥
পাইবে নিশ্চয় নন্দন তোমার ।
আসিবে অবশ্য ফিরিয়া আবার ॥
আর না কান্দিও বসিয়া বিরলে ।
আর না ভাসিও নয়নেরি জলে ॥
এরূপে রাণীকে করে নৃপ শান্ত ।
তোটকে রচিল দ্বিজ চন্দ্রকান্ত ॥

পতিতপাবনের সহিত গোপকামিনীর সম্ভাষণ।

পয়ার।

ভবানীর আজ্ঞা প্রাপ্তে পতিত রাজন।
উপনীত হইলেন গোপীর ভবন॥
পতিতে হেরিয়া গোপী মধুর বচনে।
কুমারে ডাকিয়া কয় আনন্দিত মনে॥
দেখরে নাতিন্ এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী।
আমার আলয়ে এবে উপনীত আসি॥
বোধ করি তব ভ্রাতা হবে এই জন।
মরি মরি কিবা রূপ করেছে ধারণ॥
এরূপ স্বরূপ রূপ না হেরি ভুবনে।
নেহারি গগণচন্দ্র চলে অস্তাচলে॥
কর পদ কক্ষ বক্ষঃ গণ্ড ওষ্ঠাধর।
নাসিকা শ্রবণ আদি অতি মনোহর॥
কটাক্ষে নাচায় কিবা নয়ন খঞ্জন।
হেরিয়া উহার ভঙ্গী অস্থির জীবন॥
বল রে নাতিন্ যদি হয় তব ভাই।
তা হলে এ অঙ্গে অঙ্গে ক্ষণেক জুড়াই॥
এই রূপ বলি গোপী মৃদু-মন্দ হাসে।
উপনীত হৈল আসি পতিতের পাশে॥

সুমধুর ভাষে পরে জিজ্ঞাসে তাহার।
কার পুত্র কিবা নাম আবাস কোথায়॥
পণ্ডিত হাসিয়া তবে করে প্রত্যুত্তর।
আমার আলয় হয় রসিক নগর॥
প্রেমনাথ নাম মম প্রেম ভিক্ষা করি।
প্রেমেতে সন্ন্যাসিবেশে সদা কাল হরি।
প্রমদা শ্বশুর নাম আমার পিতার।
স্তন বলি অন্য সংজ্ঞা জীবন তাহার॥
প্রেম আশে তব পাশে আছি উপনীত।
প্রেমভিক্ষা দিয়া ত্বরা কর প্রফুল্লিত॥
প্রেমের ঈশ্বরী তুমি আছয়ে প্রকাশ।
তূর্ণ পরিপূর্ণ কর মম অভিলাষ॥
পণ্ডিতের বাণী শুনি কহে গোয়ালিনী।
তব উপযুক্ত মম আছয়ে নাতিনী॥
তাহার সহিতে তব হৈলে প্রেমযোগ।
অনায়াসে দিবা রাত্র হয় সুখভোগ॥
বৃদ্ধা গোয়ালিনী আমি শুদ্ধ কমল।
মধু নাহি পাবে বঁধু তাহে নিরমল॥
যেমন নবীন অলি তুমি হে নাগর।
তেমন তোমারে সাজে রসের সাগর॥

এতেক শুনিয়া তবে কহিছে পণ্ডিত ।
একেবারে রসার্ণবে হইয়া পতিত ॥
কহ দেখি ওগো আই কেবা সেই জন ।
কিবা রূপ রূপ সেই করেছে ধারণ ॥
গোয়ালিনী বলে হাসি শুনহ সকল ।
দেবরাজ নামে ভূপ প্রতাপে প্রবল ॥
তার কন্যা ধরা ধন্যা নামেতে পার্ব্বতী ।
হেরিয়া যাঁহার রূপ মুগ্ধ রতিপতি ॥
গগণ বিহারি বিধু লাজে অস্ত যায় ।
গোলাপ কমল চাঁপা করে হায় হায় ॥
মৃগ মীন নেহারিয়া তাহার নয়নে ।
আক্ষেপেতে দোঁহে সদা বাস করে বনে
কাদম্বিনী কেশ কান্তি করিয়া দর্শন ।
করিয়াছে লাজ ভরে নভে পলায়ন ॥
সুদীর্ঘ ললাট অতি অপরূপ রূপে ।
ভ্রূভঙ্গ হেরিয়া কাম পড়ে কামকূপে ॥
সে পার্ব্বতী পার্ব্বতীর হরেছে বদন ।
তড়িত জড়িত হাসি অতি সুদর্শন ॥
কিবা মঞ্জনেতে শোভা হয়েছে দশনে ।
তাহা হেরি কুন্দ পুষ্প বাস করে বনে ॥

পিক আর শুক পক্ষী শুনি তার ভাষা ।
হতাশা হইয়া তারা বনে করে বাসা ॥
গলে গজমতি হার সুবর্ণে খচিত ।
সে প্রভায় লাজ পায় ভানু নবোদিত ॥
মহীধর জিনি হয় পয়োধর তাঁর ।
আক্ষেপে দাড়িম্ব থাকি ফাটে অনিবার ।
বদনের শোভা হেরি পূর্ণ শশধরে ।
অর্দ্ধ ভাগে আছে তার চরণ নখরে ॥
কটিদেশ হেরি তার কেশরী সঘনে ।
ত্রপাতে ঢেকেছে কোটি দুর্গার চরণে ॥
এই রূপ রূপ ধরে রাজার কুমারী ।
ভাবে বুঝে দেখ বাছা কেমন সে নারী ।
যেমন সুন্দরী ধনী ততোধিক গুণ ।
রসিক প্রেমিকগণে হেরে হয় খুন ॥
কালিকার পূজা বিনা নাহি খায় জল ।
ধর্ম্ম কর্ম্মে অহরহ থাকয়ে চঞ্চল ॥
যে অবধি তাঁর জন্ম হয়েছেরে ভাই ।
সে অবধি দুগ্ধ তারে প্রত্যহ যোগাই ॥
শৈশব সময়াবধি ডাকে আই বলে ।
আমিও নাতিনী বলি অতি কুতূহলে ॥

প্রাণের অধিক ভালবাসে সে আমায়।
না দেখিলে এক দিন করে হায় হায়॥
সে চাঁদের সহ তব হইলে প্রণয়।
মম হৃদি ব্যোমে হয় সুখ সমুদয়॥
পণ্ডিত কহিছে হাসি শুন ওগো আই।
কি রূপে দেখিব তারে বল দেখি তাই॥
গোপী কয় শুন ওহে নবীন নাতীন।
দেখাব তোমায় তারে আনি এক দিন॥
কহিছে পণ্ডিত তবে গোপীর সদন।
বাঞ্ছা হয় অদ্য তারে করি দরশন॥
শুনিয়া সে রূপনিধি অন্তরে দ্বিগুণ।
প্রবল হইয়া দহে বিরহ-আগুন॥
সচঞ্চল প্রাণপাখী ধৈর্য্য নাহি ধরে।
মদন সন্ধান করে থাকিয়া অন্তরে॥
শুনিয়া তাহার বাণী গোপী কয় হাসি।
উন্মাদ হইলে কেন নবীন সন্ন্যাসী॥
অদ্য থাক সহ্য করি বিরহের জ্বালা।
কল্য দিবে দরশন সেই রাজবালা॥
রাজার আছয়ে এক অপূর্ব্ব উদ্যান।
যার অপরূপ শোভা জগৎ বাখান॥

সে উদ্যানে কল্য তারে আনিব নিশ্চয়।
দেখিও পরাণ ভরি যত মনে লয়॥
এত শুনি যুবরাজ করে স্নানাহার।
আনন্দেতে ভণে চন্দ্রকান্ত শিকদার॥

পার্ব্বতীর পাশে পণ্ডিতের রূপ বর্ণন।

দীর্ঘত্রিপদী।

এদিকে পণ্ডিত রায়, স্নানাহার হৈলে পায়,
মন্ত্রী সঙ্গে নানা ভাষা ভাষে।
ক্রমে ক্রমে অস্তাচলে, দিনাকর গেল চলে,
ত্রিযামা আইল মনোল্লাসে॥
দিবাকর গত প্রায়, হেরিয়া পণ্ডিত রায়,
সরোবরে গিয়া মন্ত্রী সনে।
বসিয়া তড়াগ তীরে, আনন্দে তাহার নীরে,
সায়ংসন্ধ্যা করিল দুজনে॥
অতঃপরে গোপী ঘরে, আসি প্রফুল্লিতান্তরে
দুইজনে করিল শয়ন।
ক্রমে নিশা অবসান, কোকিল করিল গান,
মহীপরে উদিত তপন॥

বিভাবরী হৈল দূর, গীত গায় সুমধুর,
পক্ষীগণ হয়ে প্রফুল্লিত।
গোয়ালিনী এ সময়ে, আনন্দে রাজালয়ে,
হাস্যমুখে হৈল উপনীত॥
গোপীরে আগত হেরি, পার্ব্বতী না করি দেরি,
আসি হাসি গোপীর সদনে।
জিজ্ঞাসে মধুর ভাষে, কেন আই মনোল্লাসে,
আগমন আমার ভবনে॥
গোপী কয় মৃদুহাসি, শুনলো নাতিনী আসি,
নাতিনী জামাই মনোহর।
পাইয়াছি নিজ করে, আনিব কেমন করে,
রাখিয়াছি আপনার ঘর॥
সে যে অতি অপরূপ, সে রূপ স্বরূপ রূপ,
সুরূপ না হেরি ধরাপরে।
মস্তকে বাবরি-কেশ, সৌন্দর্য্যের এক শেষ,
বোধ হয় আছে হর ধরে॥
সুদীর্ঘ সুন্দর ভাল, কপোলে করয়ে আল,
দর্শনেতে আনন্দ উদয়।
হেরিয়া রুক্ষর শোভা, অতিশয় মনোলোভা,
ইন্দ্রধনু অন্তরীক্ষে রয়॥

হেরিয়া সে মুখশশী, লাজেতে গগণশশী,
থাকে বসি চরণ নখরে।
তাহাতে গোঁপের রেখা, যেন ঘন চন্দ্রে দেখা,
মুখে সুধা রাশি রাশি ক্ষরে॥
কি সে দশন মূল, নেহারিয়া কুন্দফুল,
আক্ষেপেতে বাস করে বনে।
হেম্ফুল পাইলে তায়, মুক্তা সম দেখা যায়,
ভাবকে দেখহ ভাবি মনে।
তড়িৎ সদৃশ হাস, তাহা হেরি সুপ্রকাশ,
চপলা চঞ্চলা অতিশয়।
শুনি সুমধুর বাণী, হয়ে অতি অভিমানি,
বনে থাকে পিক শুক চয়॥
জিনি বিম্ব ওষ্ঠাধর, তাহে শোভা মনোহর,
তরুণ অরুণ রূপ তার।
আজানুলম্বিত হয়, যে জনার ভুজদ্বয়,
রূপে মার করে হাহাকার॥
কোটির বর্ণনা যত, এক মুখে কব কত,
বর্ণনেতে না হয় বর্ণন।
হেরি উরু মনোহরা, রামরম্ভা তরু যারা,
লাজভরে ত্যজয়ে জীবন॥

আর কি কহিব আমি, সে হইলে কব স্বামী,
সুখী মোরা হই প্রতিবাসী।
যবে হেরিয়াছি তারে, সে অবধি বারে বারে,
এ কারণ বড় ভালবাসি॥
হেরে তোমা হেন চাঁদে, পড়িবে প্রেমের ফাঁদে
দেখা তারে দেও একবার।
কালীপদ ভাবি মনে, পণ্ডিতপার্ব্বতী ভণে
দ্বিজ চন্দ্রকান্ত শিকদার॥

পণ্ডিতের পার্ব্বতী দর্শন।

পয়ার।

পণ্ডিতের রূপ হেরি অস্থির পার্ব্বতী।
আচ্ছাদিল অঙ্গে তার আসি রতিপতি॥
কামেতে কামিনী মনে কহিছে কাতরে।
জীবন যাইল আই সে জনার তরে॥
কি প্রকারে সে নাগরে করিব মিলন।
বল দেখি আই মোর বাঁচাও জীবন॥

শুনি যে অপার কান্তি কামে কলেবর ।
অস্থির হয়েছে অতি আছি ভাবান্তর ॥
চলিলাম আমি অদ্য পিতৃ পুষ্পোদ্যানে ।
থাকিব একান্ত চিত্তে সে কান্তের ধ্যানে ॥
মনে মনে সেই জনে করিলাম পতি ।
কহিবে সে কান্তে তুমি তিনি মম গতি ॥
ত্বরান্বিত প্রিয়া তুমি আপনার ঘর ।
আনিবে তাহারে ত্বরা আমার গোচর ॥
এ রূপে পার্ব্বতী বলি সখীর সদন ।
উপনীত মাতৃপাশে হৈল ততঃক্ষণ ॥
আসিয়া মাতার পাশে সবিনয়ে বাণী ।
কহিতে লাগিল যোড় করি দুই পাণি ॥
শুন গো জননি আমি করি নিবেদন ।
পুষ্পোদ্যানে যাব অদ্য করিতে ভ্রমণ ॥
ইহার বিহিত আজ্ঞা করহ প্রদান ।
সখীগণ সঙ্গে যাই চড়ি নিজ যান ॥
শ্রবণে কন্যার কথা কহিলেন রাণী ।
হয়ে থাকে আশ যাও আর শূলপাণি ॥
মাতৃ আজ্ঞা প্রাপ্ত তবে পার্ব্বতী কুমারী ।
উপনীত পুষ্পোদ্যানে সঙ্গে সহচরী ॥

এ দিকেতে গোপী গিয়া নিজ নিকেতন।
পতিতের পাশে সব করিল বর্ণন॥
শুনিয়া গোপীর ভাষা পতিত সুন্দর।
বিচিত্র বসন ভূষা পরিল সত্বর॥
অতঃপর গোপী সনে হয়ে প্রফুল্লিত।
কুসুমকাননে ত্বরা হৈল উপনীত॥
দেখেন পার্ব্বতী আর যত সখীগণে।
সে বনে রয়েছে বসে আনন্দ মেবনে॥
কেহ বা তুলিয়া ফুল মল্লিকা মালতী।
সুখেতে গ্রথিত করি সাজায় পার্ব্বতী॥
কেহ বা গোলাপ তুলি আনন্দিতান্তরে।
দিতেছে সাজায়ে পার্ব্বতীর বেণীপরে॥
কেহ বা কমল হৈতে বিমল কুণ্ডল।
চয়ন করিয়া তার দেয় কর্ণমূলে॥
কেহ বা বকুল দিয়া পাখা নির্ম্মাইয়া।
ব্যজন করিছে সুখে নিকটে বসিয়া॥
পার্ব্বতীর রূপ হেরি অস্থির পতিত।
একেবারে কামকূপে হইল পতিত॥
গোপিকা হেরিয়া ইহা খলখল হাসে।
পতিতপার্ব্বতী দিকে চাহে দেখে ক্রোধে॥

"পণ্ডিতপাণ্ডের সহ পার্ব্বতীর সহিত রসালাপন ।"

টমক ছন্দ ।

পণ্ডিতেরে কুতুহলে, হেরি বলে,
পার্ব্বতী সুন্দরী ।
কিবা রূপ হেরিলাম আমরি আমরি ॥
গোপীকা বলিয়াছিল২, দেখাইল,
এ হেন নাগরে ।
একেবারে দিনু ঝাঁপ বিরহ সাগরে ॥
যদি এ নাগররায়২, রাখি পায়,
করেন উদ্ধার ।
তবে ত্রাণ তা নহিলে যাব যমদ্বার ॥
এমতে পার্ব্বতী বলে২, কুতুহলে,
শুনিয়া পণ্ডিত ।
কামিনীর কাছে আসি হৈল উপনীত ॥
পার্ব্বতীর পাশে আসি২, হাসি হাসি,
পণ্ডিত জিজ্ঞাসে ।
কে তুমি বসিয়া হেথা বনের উদ্দেশে ॥
পার্ব্বতী হাসিয়া কহে২, কাছে রহে,
পণ্ডিতের পায় ।
[illegible] তুমি নহে লক্ষ্মণ ॥

ওহে তুমি যার তরে এ নগরে,
কর অন্বেষণ ॥
সেই জন হই আমি শুন প্রাণধন ॥
শুনিয়া পণ্ডিত রায়, কহে তায়,
মধুর বচনে ।
আসিয়াছি এ নগরে তোমাকে দর্শনে ॥
দর্শনেতে কিবা কায, তাহা বল,
করিব শ্রবণ ।
এক কথা ভিক্ষা করি তোমার সদন ॥
শুন ওলো রসবতী, আমা প্রতি,
করুণা করিয়া ।
এ বিপদে কর ত্রাণ কৃপা প্রকাশিয়া ॥
মদের প্রখর শরে, কলেবরে,
করয়ে সন্তাপ ।
তাহা হেরি পিক বৈরী করে [illegible] ॥
গুঞ্জরি ভ্রমরাবলি, অলিকুল, [illegible]
[illegible]
মম দুঃখ দেখি মনে মনে [illegible] ॥
মলয়ামারুত তাহে বহে [illegible]
[illegible] পুষ্পবাণ [illegible]

যাহাতে খুলিয়া পড়ে পরিধান বাস।
হেরি তব কুচকলি২, কুচু২কলি
হয়ে মম্যক্ষর।
একে চাহে মরা তব পয়োধর পেয়।
অধর হেরিয়া ধর২, সুপত্তর,
সুধাপান তরে।
উৎসুক হয়েছে যেতে তোমার ওষ্ঠরে।
কি করি সহিতে নারি২, তুমি নারী
যদ্যপি আনিয়া।
এতগুলি বৈরীগণে রাখ নিবারিয়া।
তাহা হলে বাঁচি প্রাণে, বৈরী স্থানে,
পাই পুনি ত্রাণ।
মনোসুখে করি পরে স্বস্থানে প্রস্থান।
পার্ব্বতী শুনিয়া, হেন২, তুমি যেন
পড়িয়া বিষম।
পণ্ডিতের প্রতি তবে মৃদুস্বরে কহে
শুন ওহে রসরাজ২, তাজি লাজ
করি নিবেদন।
হৃদিপদ্ম প্রস্ফুটিত হেরি এইক্ষণ।
তবেতে কমলাগণ, হাসি মন

করে নাহি তাই।
মকরন্দে পূর্ণ পদ্ম কি করি উপায়॥
গেলে তব বৈরী কাছে, যত আছে,
কমলেতে মধু।
ধরাধামে যাবে পড়ে কি করিব বঁধু॥
তুমি হে নবীন জলদ, শুন বলি,
আসি মম পাশে;
মকরন্দ পান যদি করহ উল্লাসে॥
তবে আমি তব পাশে, মহোল্লাসে,
করিয়া সমর;
করিবারে পারি নাশ তব শত্রুগণ॥
যাহে মম কলেবর, মহাশয়,
কহিলাম তাই।
পৃষ্ঠে শর পেটে যদি খাইবারে পাই॥
এইমত আলাপন, অগণন,
করিছে দুজনে।
একালে পণ্ডিত কহে মধুর বচনে॥
শুন ওলো অলিপ্রিয়া, পদ্মিনী প্রিয়া,
দেখহ অন্তরে।
মধ্যস্থলে বসি কর করিছে আদরে॥

চল লয়ে সহচরীরে, ত্বরা করি,
গিয়া সরোবরে।
স্নানাহ্নিক করি, শেষ পশুপতি পূজা করে॥
একথা শুনিয়া সবে, গিয়া ত্বরে,
পণ্ডিতের সঙ্গে।
স্নান করে মনোসুখে কল্যাণ অন্তরে॥
এদিকেতে গোয়ালিনীর, আনন্দিনী,
হয়ে অতিশয়।
প্রস্থান করিল স্বীয় আপন আলয়॥
পণ্ডিত পার্ব্বতী সনে, সুখ করে,
একান্ত অন্তরে।
পূজা কৈল গৌরীর থাকি সরোবরে॥
দোঁহাকার পূজা হলে, কুতূহলে,
তাজি আর্দ্রাম্বর।
শুষ্কবাস পরিধান করিল সত্বর॥
এদিগেতে সখীগণে, আনন্দে, [illegible]
বাঁধা বাঁধা করি [illegible]
চড়া চুলা লেয়ে [illegible]॥
আনি তবে [illegible], [illegible],
[illegible]

তক্ষণ করিয়া সেঁাহে নিজ মনো নীত ॥
যাইল মনের সুখেতে, হাস্য মুখে,
অপূর্ব্ব শয্যায়
অনন্তরে সেই স্থলে রহিল নিদ্রায় ॥
ছিলবর চন্দ্রকান্ত, কালিকান্ত,
ভাবিয়া অন্তরে
পতিতপাবনী গ্রন্থ বিরচন করে ॥

পতিতপাবন কর্ত্তৃক গোয়ালিনীকে জিজ্ঞাসা।

পয়ার।

পতিতের পাশ হৈতে গিয়া গোয়ালিনী।
কুমারের ভাব দেখি হইল দুঃখিনী॥
দেখে যে কুমার নাহি করিয়াছে স্নান।
প্রভাকর করে তার মলিন বয়ান॥
জানুতে কপোল দিয়া ভাবিছে বসিয়া।
হেনকালে গোপী তারে জিজ্ঞাসে ডাকিয়া॥
কেনরে নাতিন্ আজি বিরস বদনে।
স্নান পূজা নাহি কর কিসের কারণে॥

শুকায়েছে মুখপদ্ম কাহার আতঙ্কে ।
তাবে বুঝি আছিয়াছ ভাবনা সঙ্কটে ॥
উঠ উঠ ত্বরা করি কর স্নানাহার ।
হেসে কথা কহ প্রাণ সুধাংশু আমার ॥
এতেক শুনিয়া তবে কহিছে কুমার ।
কি জন্য বিলম্ব এত হইল তোমার ॥
প্রকাশিয়া বল তাহা করিব শ্রবণ ।
তাহার কারণ মম উচাটন মন ॥
এত শুনি গোপী তবে কহে বিস্তারিয়া ।
শুনিয়া কুমার হর্ষে স্নান করে গিয়া ॥
অতঃপর গোয়ালিনী রন্ধনায়োজন ।
করি দিল সুগন্ধের প্রফুল্লিত মন ॥
নানাবিধ টেংরের শাক রাঁধিয়া কুমার ।
রন্ধন করিয়া ত্বরা করিল আহার ॥
অতঃপর করি সুখে তাম্বুল চর্ব্বণ ।
আনন্দে শয্যার পরে করিল শয়ন ॥
এদিকেতে গোয়ালিনী হয়ে হরষিত ।
স্নানাহার করি [illegible] পরিহিত ॥
বেশ যে পতিতা [illegible]
গমন করিয়া [illegible]

ক্রমেতে জাগ্রত তবে হইলে ভুবনে।
গোয়ালিনী কহে বাণী বিনয় বচনে॥
দিবসেতে একি কাণ্ড একত্রে শয়ন।
একেবারে লাজ ভয় দিলে বিসর্জ্জন॥
যেমন নাতিনী সব তেমনি নাতীন্।
একেবারে হইয়াছে দোঁহে হ্রীভাহীন॥
প্রবীণা গোপীকা আমি তোমাদের আই।
মোরে দেখি কিছু মাত্র লজ্জা হৈল নাই॥
শুনিয়া গোপীর বাণী কহিছে পণ্ডিত।
তোমার সাক্ষাতে কিসে হইব লজ্জিত॥
আমি অজ্ঞ তুমি আই জানহ সকল।
তোমার নিকটে গুপ্ত কিসে আছে বল॥
তুমি না করিলে কৃপা কেমনে এখন।
অধীনের পক্ষে বল হৈত সংঘটন॥
এখন কি জন্য তুমি প্রকাশিছ রোষ।
বল আই কিবা মোর দেখিয়াছ দোষ॥
এইরূপ আলাপনে দিবা হৈল গত।
নিশা হেরি স্বস্থানেতে যায় জীব যত॥
পণ্ডিত বলেন তবে শুন ওগো আই।
কি রূপে কুমারি আজি দেখিবারে পাই।

আদ্যান্ত বৃত্তান্ত তবে বলিয়া তাঁহারে।
হাসিয়ে গোয়ালিনী গেল নিজাগারে॥
এদিকেতে মহানন্দে পতিত পার্ব্বতী।
সঙ্গে লয়ে সহচরী দৌড়ে শীঘ্রগতি॥
নদীতীরে থাকাতক্রমে করি আয়োজন।
দেখিয়া নদীর তীরে বিল্ব করিছে গোপনে॥
অপার তাম্বুল তারা লয়ে বহুতর।
ভিজে করি আনি দিল গোপিকার গোচর॥
তাম্বুল লইয়া দৌড়ে যাইল সত্বরে।
সখী যত দিয়ে জলে বিরলে লুকায়॥
ওদিকে গোপিকা দিয়া নিজ নিকেতন।
কুমারে কহিল ক্ষিপ্র করিতে ভক্ষণ॥
কুমার কহেন আই কি কার্য্য রন্ধনে।
জলযোগ করি মাত্র থাকিব শয়নে॥
এত শুনি গোপী তবে তার আয়োজন।
মনোসুখে করি তারে দিল ততক্ষণ॥
বারংবার করি তবে গুবাক তুলে।
জলযোগ করি রহে নিদ্রায় নিযুক্ত॥
গোপিকা বাটীর পরে প্রভুর কাতরে।
রন্ধন ভোজন করি শয্যাগৃহে॥

মহানন্দে নিদ্রিত সে হইল তথায়।
পতিত পার্ব্বতী দ্বিজ চন্দ্রকান্ত গায়॥

পার্ব্বতীর সহিত পতিতপাবনের বিহার।

দীর্ঘ পয়ার।

লুকাইলে সখীগণ, লুকাইলে সখীগণ।
প্রিয়সঙ্গে রসরঙ্গে মাতিল দুজন॥
মহীপতি কুতূহলে, মহীপতি কুতূহলে।
কামরঙ্গে বসি সুখে কামিনীর গলে॥
সুখে চুম্বায় অধরে, সুখে চুম্বায় অধরে।
অমনি কামিনী কামে উঠিল শীহরে॥
করে ধরে পয়োধর, করে ধরে পয়োধর।
রমণী স্মরের শরে কাঁপে থর থর॥
ত্যজি লাজ আর ভয়, ত্যজি লাজ আর ভয়।
পতিতে পার্ব্বতী সয়ে মহানন্দে রয়॥
পরে পতিত রাজন, পরে পতিত রাজন।
পার্ব্বতীর হৃদিরথে করে আরোহণ॥
উঠি রথের উপরে, উঠি রথের উপরে।
সারথীরে সাধ্যমত চালাইতে করে॥

কোটি সারথী স্ববলে, কোটি সারথী স্ববলে।
চালাইল কান্ত অশ্বে অতি কুতূহলে ॥
বেগে ধায় দুই হরি, বেগে ধায় দুই হরি।
নারীর নিতম্ব চক্র নাড়ে ঝরাঝরি ॥
উড়ে কেশের নিশান, উড়ে কেশের নিশান।
ফাটে মুখ অর্দ্ধোভাবে ক্ষণেক উঠান ॥
বাজে যত অলঙ্কার, বাজে যত অলঙ্কার।
ঝন ঝুনু ঝুনু ঝুন শব্দ চমৎকার ॥
হেরি অনঙ্গ প্রসঙ্গ, হেরি অনঙ্গ প্রসঙ্গ।
রণে ভঙ্গ দিয়া যেন লুকায় অনঙ্গ ॥
পরে কহিছে নাগরী, পরে কহিছে নাগরী।
ছাড় ছাড় প্রাণনাথ উঠি মরি মরি ॥
উঠ যাইল চলিয়া, উঠ যাইল চলিয়া।
যাও যাও আমি তবে যাইছে চলিয়া ॥
আমি অবলা সরলা, আমি অবলা সরলা।
তোমার রমণে নাথ হইনু চঞ্চলা ॥
কভু ত্যজি ভয় লাজ, কভু ত্যজি ভয় লাজ।
নাহি সাধিয়াছি হেন বিপরীত কায ॥
মজি তোমার প্রেমে, মজি তোমার প্রেমে।
নিজ পরাক্রমে নাথ মজাইলে ক্রমে ॥

আমি কুলবালা নারী, আমি কুলবালা নারী।
তোমার শৃঙ্গার হেন সহিতে যে নারি॥
আমি ধরি হে চরণে, আমি ধরি হে চরণে।
কৃপাকরি দেও ছাড়ি এ অধীনী জনে॥
কহে হাসিয়া নাগর, কহে হাসিয়া নাগর।
কেন ভয়ে প্রাণপ্রিয়া হয়েছ কাতর॥
অগ্রে হাসিয়া হাসিয়া, অগ্রে হাসিয়া হাসিয়া।
বাড়াইছিলে মধুমনে মধ্য রসে বাসিয়া॥
মম হৃদয় কমলে, মম হৃদয় কমলে।
মকরন্দে পূর্ণ হয়ে পড়িতেছে উছলে॥
ভয়ে নাহি কোন অলি, ভয়ে নাহি কোন অলি।
এ মধু করিয়া পান হয় কুতূহলী॥
শুনি তোমার বচন, শুনি তোমার বচন।
মধুপান হেতু আমি করেছি যতন॥
মধুপান হলে শেষ, মধুপান হলে শেষ।
মিটিবে আমার তবে মনের আবেশ॥
শুনি কহিতেছে ধনী, শুনি কহিতেছে ধনী।
শুন শুন নিবেদন ওহে গুণমণি॥
মকরন্দ আছে যত, মকরন্দ আছে যত।
একদিনে কৈলে পান আস্বাদন কত॥

ক্রমে করিলে তা পান, ক্রমে করিলে তা পান
হরষিতে দিতে পারি যত চাহ দান ॥
করি এরূপ শ্রবণ, করি এরূপ শ্রবণ।
পতিত হইল ক্ষান্ত করিতে রমণ ॥
হৈলে কামকার শায়, হৈলে কামকার শায়।
পার্ব্বতীরে আচ্ছাদিল আসিয়া লজ্জায় ॥
লাজে মস্তকে অম্বর, লাজে মস্তকে অম্বর।
দিয়া নারী অধোমুখে বসিল সত্বর ॥
লয়ে এমতে কামিনী, লয়ে এমতে কামিনী।
পতিত সুখেতে করে পোহাল যামিনী ॥
ডাকে বৃক্ষে পিকবর, ডাকে বৃক্ষে পিকবর।
ভূমণ্ডলে নিজ কর প্রকাশে ভাস্কর ॥
ইহা হেরিয়া পতিত, ইহা হেরিয়া পতিত।
গোপীর আবাসে গিয়া হৈল উপনীত ॥
চন্দ্রকান্ত শিকদার, চন্দ্রকান্ত শিকদার।
মহানন্দে বিরচিল দোঁহার শৃঙ্গার ॥

পণ্ডিতপুত্রের এবং কুমারের নিজ নিজ পত্নীর
[illegible]

পয়ার।

যামিনী প্রভাত হৈলে উঠিয়া কামিনী
সখীগণ সনে বসি নর্ম্মরসে কহি ।।
পণ্ডিত এদিকে আসি গোপীর সদন ।
প্রথমে পতি দিল গোপীর সদনে ।।
পণ্ডিতে হেরিয়া গোপী আনন্দ অন্তরে
জিজ্ঞাসা করয়ে তাঁরে সুমধুর স্বরে ।।
কহ দেখি পতি অর্জ্জিলা সব বিবরণ ।
কামিনী লইয়া ছিলে কে কেমন ।।
পণ্ডিত পণ্ডিত নাহি না কহি উত্তর ।
হাস্যমুখে উঠি গেল কুমার গোচর ।।
বুঝিতে পারিয়া গোপী হইয়াছে সান্দেহ
করিতে লাগিল দুঃখে আপনার কায় ।।
এদিকে কুমার কহি পণ্ডিতে সর্ব্বদা
বলে নৃপ শুভবার্ত্তা কহিব সর্ব্বদা ।।
পণ্ডিত কহেন সখা যে কথা কহিলে ।
গিয়াছিনু আমি তথা [illegible]

একণে বলহ মোরে বিহিত উপায় ।
কি রূপে বিনাশ করিবারে পারি তায় ॥
কুমার কহিছে তবে শুন নরস্বামী ।
কহি যেই সুস্বপন দেখিয়াছি আমি ॥
যেন মোরা দুইজনে রূপ নিকেতনে ।
সিপাহীর কর্ম্ম করি অতি যতনে ।
ইতিমধ্যে জনমেতে মহিষের জন্ম ।
যেখানে সেখানে তাই হৈল সাক্ষিপায় ।
ইহা হেরি দেবতারা করিলেন পণ ।
মহিষেরে যমালয়ে পাঠাবে যে জন ॥
সে জন লভিবে কন্যা দিব পারিতোষ ।
এমন কে আছে হেথা কহত নিশ্চয় ॥
নৃপবাণী যেন তুমি করিলা শ্রবণ ।
মহিষেরে পরাঘাতে করেছ নিধন ॥
অপর মহিষমুণ্ড এক তরবারে ।
কর্ত্তন করিয়া বলে রাজ সরকারে ॥
কহিল যে বধ্যারেরে করিয়াছি নাশ ।
তুষ্ট হেরি তব কন্যা দেহ পরিণয় ॥
ইতিমধ্যে মহিষের মুণ্ড লইয়া ।
নৃপের সম্মুখে তুমি দেখাইলে গিয়া ॥

তোমার সাহস নৃপ করিয়া দর্শন।
নিজ বালা তোমাকেই করিল অর্পণ ॥
কুমারের স্বপ্ন শুনি পণ্ডিত বিস্ময়।
এইকালে দৈববাণী মনেতে উদয় ॥
দৈববাণী মনে হৈলে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
বলে তাই চল যাই নৃপ নিকেতন ॥
সিপাহীর কর্ম্মে যুক্ত হইয়া দুজনে।
কহিবাস্থ প্রাণপণে অতি সযতনে ॥
এই যুক্তি করি স্থির যাইয়া তখন।
স্নান পূজা করি করে রন্ধন ভোজন ॥
অপর সিপাহী বেশ ধরিয়া দোঁহায়।
উপনীত হৈল গিয়া রাজার সভায় ॥
দেবরাজ দণ্ডধর দেখি দোঁহাকারে।
কর্ম্ম উপলক্ষে আসিয়াছি সরকারে ॥
জিজ্ঞাসা করেন তবে কেন আগমন।
কিবা আশে আসিয়াছ আমার সদন ॥
কোথায় বসতি কর যাইবে কোথায়।
কিবা নাম ধর ওহে তোমরা দোঁহায় ॥
এতেক শুনিয়া তবে কহে দুইজন।
সুমতি নগরে হয় দোঁহার ভবন ॥

পাণ্ডিত্য কুমার নাম হয় পৌঁছাকারে।
আপনার বদান্যতা সর্বত্র প্রচারে॥
শরণ করিয়া তাঁহা কর্মের আশয়ে।
উপনীত হইয়াছি তোমার আলয়ে॥
শুনিয়া ভূধর তবে কহে মৃদুভাষে।
কতেক বেতন লবে প্রতি মাসে মাসে॥
আর কিবা কার্য্য তাঁরে করিবারে পার।
বাসা পেতেছে কোথা কহ প্রকার॥
শ্রবণে শ্রবণ হেম কহে দুই জন।
অগ্রে মোরা কহি পরে শুনিব বেতন॥
আমাদের কর্ম্ম তন দেখি গমনাগম।
যেমন বিবেক যাহা বিচারেতে হয়॥
সিপাহীর কর্ম্ম ভাল পারি করিবারে।
অন্য কর্ম্মে কষ্ট বোধ হয় উভাকারে॥
দেবরাজ নৃপবর শ্রবণ শ্রবণে।
সিপাহীর পদে দুঁহে করিল গ্রহণে॥
সন্ধ্যা দেখে দোঁহাকার আসি দুই জন।
ধার্ম্মিনী যাপন করে হর্ষিত মন॥
বিভাতে উঠিয়া দোঁহে যাইয়া রাজারে।
সকল জোখন করি তাঁর দরবারে॥

তাঁহাকার কর্ম্ম হেরি আনন্দে রাজন।
করিল বিবিধ মুদ্রা তোহারে অর্পণ।
মুদ্রা লয়ে হৃষ্টমনে আসি গোপীধামে।
গোপীর করেতে দিল মুদ্রগন্ধ হামে॥
টাকা পেয়ে গোপী ত্বরা করিয়া গমন।
পশুরক্ষকেরে কিছু করিল অর্পণ॥
যত মত মুদ্রা গোপী করেছিল ধার।
পরিশোধ করি তাহা এল নিজাগার॥
এমতে দুমাস কাটে রাজদরবারে।
কর্ম্ম করে কহে সেবক ও শিকদারে॥

পার্ব্বতীর দ্বিতীয় দুরবস্থা।

একাবলি ছন্দ।

প্রভাতে পার্ব্বতী গোপীর কাছে।
জিজ্ঞাসে কেমনে প্রাণেশ আছে॥
গোপিকা তাহার উত্তর করে।
গমন করয়ে আপন ঘরে॥
এমতে কিয়ৎ দিবস যায়।
পার্ব্বতী বিরহে ঠেকিল দায়॥

একদা গোপীরে গোপনে লয়ে।
বিবিধ প্রকারে দিলেন কয়ে॥
শুন লো শুন লো প্রাণের ভাই।
আমাতে আমিত্ব আর লো নাই॥
যখন বাটীতে যাইবে ফিরা।
কহিও কান্তেরে আমার কিরা॥
যামিনীযোগেতে গোপনভাবে।
আমার ভবনে অবশ্য যাবে॥
তোমারে না হেরে সে বড় দুঃখী।
দর্শনে তাহারে করিবে সুখী॥
এমতে পার্ব্বতী গোপীরে বলি।
সে স্থান হইতে যাইল চলি॥
গোপিকা আপন ভবনে আসি।
পতিরে সমস্ত কহিল ভাষি॥
শুন হে নাথিন বচন মম।
নিষ্ঠুর না হেরি তোমার সম॥
তোমার লাগিয়া পার্ব্বতী সতী।
সর্ব্বদা তাহার অস্থির মতি॥
আমার বচন ধর হে ধর।
তাহার ভবনে গমন কর॥

যামিনীযোগেতে যাও হে তথা ।
শুনরে নাপিত আমার কথা ॥
পার্ব্বতী দিয়াছে আপন কিরা ।
কান্দিতে কান্দিতে কহে অমীয়া ॥
শুনিয়া পণ্ডিত কহিছে কথা ।
কি রূপে আমি যাইব তথা ॥
যদ্যপি দুষ্ট জানিতে পায় ।
তা হলে আমার বধিবে প্রাণ ॥
এ কথা আমারে বলোনা আজি ।
পারিব নাহিক যাইতে ভাই ॥
ভারতীর করুণা যদ্যপি থাকে ।
অবশ্য নিকটে পাইব তাকে ॥
শ্রবণে তাহার ভারতী যেন ।
দীপিকা প্রদীপ্ত হইয়া যেন ॥
আসিয়া তখনি দুঃখের ছলে ।
বসিয়া রাজার কন্যাকে বলে ॥
শ্রবণ করিয়া রাজার বালা ।
অন্তরে হইল দ্বিগুণ জ্বালা ॥
ভাসিতে ভাসিতে নয়নজলে ।
গৃহের ভিতরে যাইল চলে ॥

ত্যজিয়ে চন্দ্রকান্ত নিকেতনে।
বসে তথা ক্রন্দন করিলে আর ॥

পার্ব্বতীর আক্ষেপ।

চতুর্দ্দশ পয়ার ছন্দ।

এখন পার্ব্বতী সতী সহচরী লয়ে।
উপনীত পুষ্পোদ্যানে ত্যজি নিজালয়ে ॥
স্বভাবের শোভা হেরি বহুবিধ তায়।
অন্তরে উদয় হৈল পতিপ্রেম ভাব ॥
দীর্ঘশ্বাস ত্যজি তবে অমনি সে ধনী।
কাঁদিয়া উঠিল কহি কান্ত কান্ত ধ্বনি ॥
বলে ওহে গুণমণি শর লয়ে মারে।
তোমা বিনে একাননে জীবনেতে মারে ॥
আশীর্ব্বাদ দিয় যেন কোকিলের রব
তোমা বিনে শুনে তাহা কি প্রকারে রব ॥
পুষ্পোপরি ঝাঁকে ঝাঁকে যত মকরন্দ।
খাইতেছে মনোসুখে কত মকরন্দ ॥
গান করিতেছে তারা মদনের গুণ।
... ... ধ্বনি যেন গুন ॥

ফুটিয়াছে এ উদ্যানে পুষ্প নানা জাতি ।
মল্লিকা মালতী বক আদি যূথী জাঁতী ।।
ঐ দেখ আমার অঙ্গ ফুটিয়া চাঁপায় ।
বুক যেন আসি শিলা বুকেতে চাপায় ।।
ফুটিছে প্রচণ্ড গন্ধ চণ্ড নাগেশ্বর ।
তার বাসে জানি যেন দংশে নাগেশ্বর ।।
প্রস্ফুটিত ক্ষেত্রোপরে হেরি লজ্জাবতী ।
তোমার বিরহে যেন কষ্ট লজ্জাবতী ।।
হের কল প্রভাতে বাস ফুটিয়া কামিনী ।
কেমনে তা সহ্য করি হইয়া কামিনী ।।
ঐ মত কত শত প্রস্ফুটিত ফুলে ।
মম দুঃখ দেখি যেন অহঙ্কারে ফুলে ।।
হায় হায় গেল দিবা হইল রজনী ।
অঙ্গার জিনিয়া হৈল বরণ রজনী ।।
গগনে উদয় দেখ হৈল সুধাকর ।
তোমা বিনে বিষ সম তার সুধাকর ।।
বল ওলো সই তোরা আর কত সই ।
ইচ্ছা হয় এ জীবনে করি জলসই ।।
কান্ত বিনে ভ্রান্ত মনঃ মানেনা বারণ ।
জ্বালায় আমারে যেন প্রমত্ত বারণ ।।

চ

পূর্ব্বে যবে জানিতাম সুখে এ কাননে।
কেমনে বর্ণিব তাহা আমি একাননে॥
মরি মরি কেটে যম গিয়াছে সে দিন,
কান্তধনে এইবারে হইলাম দীন॥
ঐই দেখ রহিয়াছে পিতার যে হয়।
আসিয়া নাশিয়া মোরে করুক সে হয়॥
নাথের নয়ন হরি লয়েছে কুরঙ্গ।
সে কারণে চেয়ে চেয়ে করিছে কুরঙ্গ॥
কান্ত বিনা বৃথা মোর শয়ন বসন।
ইচ্ছা নাহি হয় আর পরিতে বসন॥
মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয়ার বাত।
নাথ বিনে সে পবনে অঙ্গে ধরে বাত॥
একে আমি হই সতী কুলবালা নারী।
কান্ত বিনে কামজ্বালা সহিতে যে নারি॥
দেখ দেখ সখীগণ ঐই পঞ্চশর।
সন্ধান করিল আসি মোরে পঞ্চশর॥
হৃদয়ে লাগিয়া বুঝি মদনের বাণ।
হৃদিনদী ভগ্ন হয়ে বহিতেছে বান॥
কি রূপে তাহাতে আমি বান্ধি এবে বেলা।
রক্ষা কর প্রাণনাথ আসি এইবেলা॥

তুমি অধীনীর ছিলে হৃদয়ভূষণ।
কি কায পরিয়া আর অঙ্গেতে ভূষণ॥
তোমা বিনে কটিদেশে দিলে পরে বিছা।
দংশন করয়ে মোরে হোয়ে যেন বিছা॥
কর্ণে যদি ওহে কান্ত পরি কর্ণফুলে।
অমনি বিরহে তব যাই কর্ণ ফুলে॥
বিজুন বাড়য়ে জ্বালা হস্তে দিলে বালা।
তোমা বিনে নানা মতে জ্বলি কুলবালা॥
যদি কভু কেহ বলে মল দেয় পদে।
তোমা বিনে তাহে দুঃখ পাই পদে পদে॥
কঙ্কণ পরিনা কভু আপনার করে।
পরিলে তাহারে করে কন্ কন্ করে॥
যদ্যপি পরায়ে কেহ মোরে দেয় মতি।
তবে একেবারে হই ছিন্নভিন্ন মতি॥
পালঙ্কে তোমার বিনা শুই নাহি খাটে।
খাটেতে শয়ন মম আর নাহি খাটে॥
তোমা বিনে নাহি দেই মস্তক বালিশে।
একেবারে হইয়াছে নেত্রের বালিশে॥
তুমি হও ওহে কান্ত প্রাণের তোষক।
তোমা বিনে নাহি শুই লইয়া তোষক॥

প্রাণ গেলে নাহি যাই জীবন খেলালে ।
অনুমান হয় যেন প্রাণের গেলাসে ॥
তোমা বিনে এঅবধি খান নাহি পায় ।
চাহিলে আমার কাছে তাহা নাহি পায় ॥
কদাচ তাহারে যদি ডেকইহে স্ববাক ।
তাহা হলে আর মোর সরে না সুবাক ॥
দিব্য করিয়াছি নাথ খাবনা সন্দেশ ।
যে অবধি নাহি পাই তোমার সন্দেশ ॥
বাঞ্ছা নাহি হয় কারে খাইবারে চিনি ।
বিষের সমান সেই আমি তারে চিনি ॥
কিছুতেই নহে সুখী আমার রসনা ।
অরুচি সকলে তার কিছুতে রসনা ॥
কেহ যদি কোন কথা করায় শ্রবণ ।
শ্রবণ না করে তাহা আমার শ্রবণ ॥
পুনঃ নাহি ফিরে আর যাইব হে বাড়ী ।
ভবনে যাইলে হবে দুঃখ বাড়াবাড়ি ॥
কেন বিধি মোর সনে করিলেন বাদ ।
আর নাহি সবে মম অধরেতে বাদ ॥
গুণনিধি লইলে রে নিদারুণ বিধি ।
এই কি আমার ভালে লিখিল এ বিধি ॥

যখন লয়েছ তুমি কান্তধনে হরি।
বিনাশ করহ মোরে না উঠিতে হরি॥
শুনেছি শাস্ত্রেতে কয় দুঃখ দিলে পরে।
তারাপেক্ষা কত দুঃখ পেতে হয় পরে॥
পরের করিতে মন্দ যেই চেষ্টা পায়।
সেই স্থানে শাস্তি তুমি দেও পায় পায়॥
অধিনীর পাপকর্ম্ম দেখিয়াছ কবে।
যে তুমি আমার পরে কটূবাণী কবে॥
অতএব শুন আমি তোরে বিধি বলি।
নাথের বিচ্ছেদ খড়্গে কেন দেও বলি॥
স্বর্ণবর্ণ বর্ণ মম হইয়াছে শ্যামা।
অধিনীর প্রতি কৃপা সুপ্রকাশ শ্যামা॥
সে কান্ত ছিলেন মম নয়নের তারা।
একান্ত তাহারে আনি দেও তুমি তারা॥
আমি মাতা হইয়াছি সে জনের দারা।
প্রাণ যায় এবে তাঁর বিচ্ছেদের দ্বারা॥
কেন তিনি ফেলি মোরে এরূপ কান্তারে।
মনে নাহি একেবারে করেন কান্তারে॥
কান্ত বুঝি ত্যজ্য এবে করিয়া সুমতি।
কুমতি ধরিয়াছেন ছাড়িয়া সুমতি॥

বল দেখি ওমা তারা কেশরীবাহিনী ।
নিবারণ করি কিসে দুঃখের বাহিনী ।।
আচ্ছাদিল আসি মোরে দুঃখ দলবল ।
তাদের করিতে শান্ত নাহি মম বল ।।
যে হেরি বিরহার্ণব নাহি স্থল কূল ।
রহিয়াছে যাহাতে স্রোত করি কুলকুল ।।
কাও নাব্য লয়ে যায় যেতে অই পারে ।
আসিলে সে প্রাণনাথ যদি যেতে পারে ।।
অতএব কৃপা করি নাশি মনোকালি ।
প্রাণকান্তে আনি ত্বরা দেও ওমা কালী ।।
করিয়াছি তব পদ পূজা চিরকালি ।
আজি আন প্রাণেশ্বরে না রহিতে কালি ।।
বুলবুল ডাকিতেছে সুমধুর স্বরে ।
সেই স্বরে মম দুঃখে বাড়া নাহি সরে ।।
নানা মত পক্ষীগণ যত গান গায় ।
বিষ হয় বরিষণ আধিনীর গায় ।।
এত বলি গিয়া ধনী পড়িল জীবনে ।
সখীগণ গিয়া ধরে বাঁচাতে জীবনে ।।
ব্যস্ত হয়ে বলে ধনী তোরাতো বৈরঙ্গ ।
করিস না মম সনে সর্ব্বদা বৈরঙ্গ ।।

তাঁমাদের মনোমধ্যে কুমন্ত্রণা বা কি।
প্রকাশ করিয়া কহ নাহি রেখ বাকী॥
হায় হায় প্রাণ গেল আসি এই জলে।
বিরহেতে একেবারে গেল অঙ্গ জ্বলে॥
ভিজিয়া গিয়াছে মম পরিধান বাস।
আর নাহি ধরাপরে করিবনো বাস॥
ছাড় কান্ত ছাড় মোরে যত প্রাণসই।
এই বনে আমি অদ্য করি প্রাণনই॥
ইতিমধ্যে বৃক্ষোপরে বসি সারি সারি।
গাইতে লাগিল শুক সঙ্গে লয়ে শারী॥
এইরূপে কান্দে ধনী করি কান্ত কান্ত।
পতিত পার্ব্বতী গায় দ্বিজ চন্দ্রকান্ত॥

শারী শুকের সহিত আলাপন।

রূপকছন্দ।

সারি সারি, শুক শারী, বৃক্ষোপরে গাইছে।
সুললিত, শুনি গীত, ধনী তথা ধাইছে॥
গিয়া ধনী, করি ধ্বনি, শারী শুকে কহিছে।
কান্ত বিনা, এ নবীনা, মনাগুণে দহিছে॥

শারী শুক, মম বুক, বিরহেতে কাটিছে।
ক্ষুরধারে, বারে বারে, যেন মোরে কাটিছে॥
তাহে শুন, দিয়া খুন, অধিনীরে করিছে।
সুখচয়, পেলো লয়, দুখে আসি ধরিছে॥
কান্ত তরে, নিরন্তরে, প্রাণ মম জ্বলিছে।
পঞ্চশর, হানি শর, যেন মোরে জ্বালিছে॥
ষট্‌পদে, পদে পদে, কামগুণ গাইছে।
শুনি স্বর, বিষধর, প্রাণ উড়ে যাইছে॥
ঋতু কুল, ধরি শূল, মোরে যেন মারিছে।
বক্ষ মম, অমে মম, লাগি মোরে নারিছে॥
বল বল, সে সরল আমারে কি স্মরিছে।
তার লাগি, এ বিরাগী, স্মরশরে মরিছে॥
প্রাণধন, অন্বেষণ, আমারে কি করিছে।
মোর দুখে, কিম্বা সুখে, সেই কাল হরিছে॥
সেই জনে, যেই ক্ষণে, মম মনে হইছে।
সেই ক্ষণে, এ জীবনে, কান্ত যেন লইছে॥
আহা তারে, একেবারে, বুঝি প্রেমে ফেলিছে
তার সনে, একমনে, প্রেমখেলা খেলিছে॥
সে কারণ, প্রাণধন, মোরে ভুলে রয়েছে।
কুলবালা, কামজালা, তার জন্য সয়েছে॥

এই মত, ধনী কত, খেদ করি যাইছে।
চন্দ্রকান্ত, কাশীকান্ত, স্মরি মনে গাইছে॥

পার্ব্বতীর প্রতি সখীদিগের প্রবোধ
দানরূপ।

অনুগত, সখী যত, এই মত, হেরি।
সকলিয়ে কহে ধীরে, পার্ব্বতীরে, ঘেরি॥
শুন কই, প্রাণসই, কান্ত বই, কেন।
সন্ন্যাসিনী, আছ ধনী, অচেতনী, যেন॥
হায় হায়, প্রাণ যায়, কি উপায়, হবে।
পতি বিনা, এ নবীনা, রবে কি না, রবে॥
উঠ ধনী, চন্দ্রাননী, সুলোচনী, সই।
তব সনে, হৃষ্টমনে, আলাপনে, রই॥
তব লাগি, দুঃখভাগী, হতভাগী, মোরা।
কি কারণ, সেই জন, হৈল মনঃ, চোরা॥
আনিবারে, বারে বারে, কেন তারে স্মরে।
পরিহার, সুখভার, সে জনার, তরে॥
সে তোমারে, নাহি পারে, স্মরিবারে, মনে।
কি কারণ, দ্বিনয়ন, বরিষণ, বনে॥

হায় হায়, প্রাণ যায়, হানি পায়, দেখে।
মুহুর্ম্মুহু, গেলে ভুলি, অঙ্গে ধূলি, মেখে॥
সেই জন, তোমা প্রন, বিস্মরণ, হলো।
সেই জনে, কি কারণে, ভাব মনে, বলো॥
হত পর, তার পর, কেবা নয়, আছে।
প্রেমপাশে, বান্ধিয়া সে, নাহি আসে, কাছে॥
কেন আর, নিরাধার, সে জনার, তরে।
কর খেদ, এবা ভেদ, অঙ্গে স্বেদ, ঝরে॥
উঠ ধনী, সুবদনী, এ ধরণী, পরে।
চল ভাই, রাত্রি নাই, সবে যাই, ঘরে॥
সখী যত, এই মত, শত শত, কয়।
পার্ব্বতীর, ধীর ধীর, চক্ষে নীর, বয়॥
চন্দ্রকান্ত, কালিকান্ত, পদপান্ত, মনে।
নিরন্তরে, আশা করে, সুখভরে, ভণে॥

সখীগণের খেদ।

লঘুচৌপদী।

যত সখীগণ, হেরে অলক্ষণ, করয়ে রে
পার্ব্বতী লয়ে।

বলে হায় হায়, কি করি উপায়, কেমনে ইহায়,
লই আলয়ে ॥
পাগার পার্ব্বতী, অতি বুদ্ধিমতী, সে কেন এমতি,
হইল বল।
মোরা জেতে নারী, বুঝিতে যে নারি, কিকরিতে পারি,
নাহিক বল ॥
স্বর্ণ বরণ, হৈল বিবরণ, কিসের কারণ,
হায় লো হায়।
অধর-কমল, হয়েছে সমল, হেরি এ সকল,
জীবন যায়॥
ন পার্ব্বতীর, উলঙ্গ শরীর, মুখে নাহি নীর,
শুকাল তাহা।
বদন-নদন, মুদিত নয়ন, পড়ে ধরাসন,
আহা লো আহা ॥
ক সাধিল বাদ, মুখে নাহি বাদ, একি বিসম্বাদ,
সাধিল বিধি।
রিল হরণ, পার্ব্বতীর ধন, সে নব-রতন,
গুণের নিধি॥
হার কারণ, বুঝি প্রাণধন, দিল বিসর্জ্জন,
প্রাণের সই।

চল সর্ব্ব অগ্রে, যাইয়া জীবনে, ত্যজিগে জীবনে,
তাহারে বই॥

মরি মরি মরি, এ সবজাগরী, গেল পরিহরি,
শমনালয়।

এ পাপ জীবন, কেমনে ধারণ, করিব এখন,
সহিব নয়॥

যাইয়ে তখনে, রাণীর সদনে, মরিব জীবনে,
কহিব সার।

দুঃখের জলধে, আছি মোরা সবে, কাণ্ডারী কে হবে
করিবে পার॥

বিধি প্রতিকূল, কেবা দিবে কূল, ভাবিয়া আকুল
আমরা সবে।

আর কি পার্ব্বতী, হয়ে বুদ্ধিমতি, আমাদের প্রতি
সুকৃপা করবে॥

ক্রমে নিশাকর, নিবাইয়া কর, গেল সুসত্বর,
ত্যজিয়া ধরা।

হেরি কুমুদিনী, অতি বিষাদিনী, যেন উন্মাদিনী
হইল ত্বরা॥

ক্রমশঃ শর্ব্বরী, ধরা পরিহরি, অরুণাংশু হরি,
স্বস্থানে গেল।

ডাকে পিকবর, সুমধুর স্বর, অতি মনোহর,
প্রভাত এল ॥
অম্বর উপরি, উঠিলেন হরি, আভা করি ধরি,
কেমন শোভা ।
পূর্ব্বদিকময়, যেন ধনঞ্জয়, হইল উদয়,
মনের লোভা ॥
দেখিয়া পদ্মিনী হয়ে উল্লাসিনী, হাস্যমুখে তিনি
কমলোপরি ।
পরম উল্লাসী, মৃদুমন্দ হাসি, সুখনীরে ভাসি,
হেলিছে হরি ॥
এদিকে তেমতি, হয়ে শূন্যমতি, আছেন পার্ব্বতী,
বাতুল প্রায় ।
মনেতে একান্ত, স্মরি কালীকান্ত, দ্বিজ চন্দ্রকান্ত,
আনন্দে গায় ॥

পার্ব্বতীর বাটী আগমন ।

পয়ার ।

নিশাগত নেহারিয়া যত সখীগণ ।
পার্ব্বতীর প্রতি কহে মধুর বচন ॥

অ

উঠ উঠ প্রাণসই চল নিজালয়।
সেই স্থলে প্রাণনাথে পাইবে নিশ্চয়॥
বৃথা কেন একাননে পাবে নানা দুখ।
আহামরি শুকায়েছে তব বিধুমুখ॥
তোমাকে নিরব হেরি ডাকেনা কোকিল।
তোমার বিরহ হেরি বহেনা অনিল॥
বিধুমুখী ম্লানমুখ করি নিরীক্ষণ।
শশধর অস্তাচলে করেছে গমন॥
ভ্রমর না বসে ফুলে কাঁদে ফুলে ফুলে।
একবার দেখ সখী স্বীয় পাদমূলে॥
হেরিয়া তোমার এনে মুদ্রিত নয়ন।
অন্ধ হয়ে আছে যেন কুরঙ্গনয়ন॥
বিবর্ণ হেরিয়া বর্ণ চম্পক আকুল।
একবার তার প্রতি হও অনুকূল॥
এইমত সখী যত কহে পার্ব্বতীরে।
ততই ভাসেন তিনি নয়নের নীরে॥
নিরুপায় হেরি তবে যত সখীগণ।
ধরাধরি করি তারে আনিল ভবন॥
নিকেতনে আসি রামা হয়ে নিরুত্তর।
শয়ন করিয়া রহে শবের সোসর॥

এদিকেতে সখীগণ সভয় অন্তরে।
উপনীত হয়ে কহে রাণীর গোচরে॥
শুন শুন ওগো মাতা করি নিবেদন।
প্রাণসখী পার্ব্বতীর হেরি কুলক্ষণ॥
করিয়াছিলেম যাত্রা কন্যা পুষ্পবনে।
বিচিত্র স্বভাব তার দেখিয়ে নয়নে॥
অকস্মাৎ হয়ে যেন উম্মাদিনী প্রায়;
রহিলেন বসি মনে করি হায় হায়॥
সে অবধি কথা নাহি কন কারু সনে।
অতঃপরে বহু কষ্টে এনেছি ভবনে॥
আপনি যাইয়া আজি দেখিলে তাহায়;
অবশ্য হইবে কোন বিহিত উপায়॥
শুনিয়া কন্যার কীর্ত্তি কন্যার মহলে।
সখীগণ সনে রাণী সত্বরে চলে॥
কালিকায় নিজ মনে ভাবি সারাৎসার।
পয়ারে গাইল চন্দ্রকান্ত শিকদার॥

রাণীর খেদোক্তি।

ভঙ্গত্রিপদী।

কন্যার মহলে গিয়া, সকাতরে উত্তরিয়া।
হেরিয়া কন্যায়, করি হায় হায়,
রাণী কাঁদে বিনাইয়া॥
হরিদ্বারে পর্য্যটন, গিয়াছিলে কি কারণ।
বল মা পার্ব্বতী, কেন শূন্য মতি,
একি হেরি অলক্ষণ॥
জটার জঞ্জাল কত, সহিয়াছি শত শত।
না বলিস ডাক, কেন মৌন থাক,
হলে পাগলিনী মত॥
কিবা হইয়াছে মন, আর যে নাহিক বল।
কিসের কারণ, আছে অচেতন,
ম্লানমুখ সুকমল॥
কে সাধিলো হেন বাদ, দূরে গেল মম সাধ।
ছিলে মা সবলা, হইলে অচলা,
মুখে নাহি সরে বাদ॥
তোমারে মা নিরখিয়া, হৃদি যায় বিদরিয়া।
ভাবি হরি হরি, মরি মরি মরি
প্রাণ যায় বিবর্জ্জিয়া॥

ওরে বিধি নিদারুণ,   করিলি আমায় খুন।
সোণার পার্ব্বতী,   কোন দোষে অগতি,
কাটি ঘাড়ে দিলি ফুল ।।
এত সাধ ছিল মনে,   তবে কেন এ কুক্ষণে।
জ্বালে দিয়া করে,   দণ্ড দেবে হে রা।
নিজ পাপে অযতনে ।।
যদি মা'র হাত যায়,   বুঝি এ জীবন যায়।
তোমার হৃদয়,   এমনি নিদয়,
দয়োদয় নাহি জ্ঞান ।।
কি করিব কোথা যাব,   অন্ন জল নাহি খাব।
অসার সংসার,   নাহি প্রশংসার,
জানিলাম সারভাব ।।
উদাসিনী হয়ে বনে,   রব আমি অনুক্ষণে।
পরিব সকল,   বৃক্ষের বাকল,
কিবা কায নিকেতনে ।।
খাইব বৃক্ষের ফল, নির্ঝরের হীমজল।
কালীর চরণ,   করিব অর্চন,
দিয়া পদ্ম শতদল ।।
সংসার ত্যজিয়া যাই, অঙ্গেতে মাখিব ছাই,
কক্ষে লব ঝুলি,   বম্ বম্ বুলি,

করি গিয়া সর্ব্বনাই ॥
ছিলাম ত্রিশূলী করে, লহ আমি নিরন্তরে।
আর কদাচন, নাহি আগমন,
করিব এমন ঘরে।
ব্রহ্মার নন্দিনী হয়ে, কত দুখ পেনু মনে।
আর কেন হলে, অনাগুণে জ্বলে,
মরিব সে এসময়ে ॥
আমার কপালে ছাই, মরণ কি হবে নাই।
যা হতে মরণ, হইবে এখন,
করিব যাইয়া তাই।
এইরূপে কান্দি রাণী, করেতে কঙ্কণ হানি।
করিল বাহির, মস্তকে রুধির,
সখীগণে হত বাণী ॥
শুন সবে অতঃপরে, রাণী তিরস্কার করে।
দ্বিজ চন্দ্রকান্ত, স্মরি কালিকান্ত,
ভণে অতি সুখভারে ॥

রাণী কর্ত্তৃক সখীদিগকে তিরস্কার।

লঘুত্রিপদী।

তোরা বা কেমন সহচরী, বলনা উপায় কিবা করি।
মম বাছা লয়ে সনে, গিয়াছিলি পুষ্পবনে,
হরিয়া মোর প্রাণের সাগরী ॥
তাহারে করিয়া অচেতন, আনিলি রাজার নিকেতন ;
অন্তরে নাহিক ডর, পাপিনী তোদের পর,
নাহি আমি দেখেছি কখন ॥
কি প্রকারে সোণার পার্ব্বতী, একেবারে হৈল হীনমতি।
বল মোরে বিবরণ, কেন হৈল কি কারণ,
নতুবা লো পাইবি দুর্গতি ॥
কি ভাল চাঁদ সর্ব্বঅঙ্গে, বল এসে আমার সদনে।
মম বাছা কি কারণ, হয়ে হেন বিবরণ,
ধরাসনে আছে অচেতনে ॥
মহীপতি যদি টের পান, এইক্ষণে তোদের পরাণ।
লইবে উঁহাদে শালে, চুণ কালি দিবে গালে,
তাহাতে না পারি পরিত্রাণ ॥
নতুবা গলায় দিবে ফাঁস, যাইবি লো যমের আবাস।
অগ্রে মাথা মুড়াইয়া, তাহে ঘোল ঢালি দিয়া,
পথে পথে লইবে নির্ব্বাস ॥

আর অনেক সহস্রের জন্যে, তাকে বস্ত্র দিলে ও বদনে।
লোকসম্মুখে দিবে ভক্তি, নম্রভাবে গলাগলি,
তাহা থাকে দিন পর্য্যন্তে॥
মহারাণী [illegible] কিঞ্চিৎ করি দান [illegible]
[illegible] সকাতরে, [illegible]
[illegible] দিয়া [illegible]॥
এদিকেতে [illegible] সেপ্রকারে [illegible]
[illegible] পতি [illegible]
পতিভক্তিপার্ব্বতী [illegible]॥

পার্ব্বতীর প্রতি শিবানী এবং পার্ব্বতীর [illegible]
[illegible]।

ভঙ্গ লঘুচৌপদী।

পতিশোকে তরে, আছে সকাতরে,
পার্ব্বতী সুন্দরী, উন্মাদ প্রায়।
হেরি ভবরাণী, করি দৈববাণী,
সুমধুর স্বরে, কহেন তায়॥
শুন লো পার্ব্বতি, পাবি পুনঃ পতি,
ভারতী আমার, শ্রবণ কর।

অমাবস্যা হলে, মোরে পুষ্পাননে,
করিবে পূজন, পার্ব্বতি বর ॥
হয়ে অচেতন, আছ কি কারণ,
পড়িয়া ধরায়, উঠ ত্বরা ।
নানাক্রিয়া করে, আলিঙ্গিয়া কান্তরে,
কর দিয়া শেষে, চৈতন্য করা ॥
কালীর ভারতী, শুনিয়া পার্ব্বতী,
উঠিল সত্বরে, হর্ষিতান্তরে ।
সুচ্ছন্দ হাসি, বদনে প্রকাশি,
কহে সখীগণে, মধুর স্বরে ॥
কেন সখীগণ, বিরস বদন,
চক্ষে বহি ধারা, পড়িছে নীর ।
কিসের কারণ, করিছ ক্রন্দন,
দেখিয়া অন্তর, নাহিক স্থির ॥
শুনি সখীগণ, তাহার বচন,
আদ্যান্ত বৃত্তান্ত, বর্ণন করে ।
দ্বিজ চন্দ্রকান্ত, বলে হয়ে শান্ত,
করহ গমন, রাণীর ঘরে ॥

পার্ব্বতী কর্ত্তৃক রাণীকে সান্ত্বনা।

ত্রিপদী।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যে ছিল নয়নতারা, [illegible] হয়েছি হারা,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যে করে আমার প্রাণ, যেন কেহ হানে বাণ,

নাহি আর পরিত্রাণ, [illegible]॥

এই রূপে করে খেদ, শুনে হয় বজ্র ভেদ,

অঙ্গেতে বহিছে স্বেদ, মিশ্রিত ধুলায়।

এদিগে বৃত্তান্ত যত, সখীমুখে অবগত,

শুনিয়া পার্ব্বতী দ্রুত, মাতৃপাশে যায়॥

গিয়া দেখে মাতৃপাশে, মাতা অতি অনুতাপে,

নয়নের নীরে ভাসে, করিছে ক্রন্দন।

তাহা হেরি সুলোচনী, মা মা বলে করি ধ্বনি,
কহিতে লাগিল ধনী, জননী সদন ॥
ওগো মাতা কি কারণে, ভাসিছ নেত্রের জলে,
কেন পড়ি ধরাসনে, দ্বিজপুরে এসে,
কি হয়েছে বল বল, কেন হেরি অমঙ্গল,
নেত্র দুটি ছল ছল, পাগলিনী প্রায় ॥
শুনিয়া কন্যার বাণী, উঠিলেন রাণী,
অঞ্চলের বস্ত্র টানি, মুছিয়া নয়নে।
কন্যারে কোলেতে লয়ে, চুম্ব আলিঙ্গন দিয়ে,
কহেন তাহার প্রতি, মধুর বচনে ॥
কেন উমা অচেতনে, ছিলে তুমি ধরাসনে,
হেরে তোমা সেইক্ষণে, হয়ে সকাতর,
রোদনে ছিলাম রত, আর মাতা কব কত,
অর্দ্ধেক না ছিল গত, হেরি তবাধর ॥
রাণীর ভারতী চয়, শুনিয়া পার্ব্বতী কয়,
উন্মাদে পাইয়া ভয়, ছিনু অচেতন।
এল কালী আসি পাশে, অট্ট অট্ট মৃদুহাসে,
কহিলেন মিষ্টভাষে, আমার সদন ॥
শুনলো পার্ব্বতী সতী, মোরে পূজে পাবি পতি,
গৃহেতে করিয়া গতি, অমাবস্যা দিনে।

হয়ে অতি ভক্তিমতি, মম পদে রাখি মতি,
পূজিয়া করিবি নতি, নিরানন্দ বিনে ।।
স্বামী বলিলেন কেন, অবনে অবনে, কেন,
অচেতন হৈল যেন, মায়ের মায়ায় ।
শুনি পদ সারদারে, নিজ মনে অনিবারে,
চন্দ্রকান্ত শিকদারে, নন্দানন্দে গায় ।।

পার্ব্বতীর কালীপূজা করণ ।

পয়ার মিশ্রিত ত্রিপদী ।

শুনিয়া কন্যার বাণী, ভূপ ভূপেশ মহারাণী,
মহানন্দে হয়ে উপনীত ।
আলোক বৃত্তান্ত তারে করান বিদিত ।।
রাণীর বচন মত, শুনি ভূপ মহামত,
কহিলেন সুমধুর তাকে ।
অমাবস্যা রাত্রে কালী আনিব এবাসে ।।
যদি মাতা মহেশ্বরী, মমালয় কৃপাকরি,
সেই রাত্রে হন অধিষ্ঠান ।
তা হলে আমার সম কেবা পুণ্যবান ।।

এইরূপে নরবর, বলি বাণী মনোহর,
সভা মাঝে করিলেন গতি।
এদিকেতে রাণী গেল যথায় পার্ব্বতী॥
আসিয়া কন্যার পাশে, কহিলেন মৃদুভাষে,
শুনগো পার্ব্বতি মম বাণী।
অমাবস্যা রাত্রে পূজা করিও ভবানী॥
এইরূপে রাণী বলে, চলে গেল কুতূহলে,
আপন মন্দিরে সুখ মনে।
ক্রমে অমাবস্যা নিশি, এল চন্দ্রাদরে॥
সন্ধ্যা হয়ে এলে পরে, অতি আনন্দিত অন্তরে,
কালীমূর্ত্তি গড়ায়ে পার্ব্বতী।
পূজা করে তাঁর পদ পাইবারে পতি॥
ক্রমশঃ পূজার শেষ, দুখের নাহিক লেশ,
রাজাজ্ঞায় আনন্দে পূর্ণিত।
মহোৎসবে একেবারে সবে আমোদিত॥
এরূপে পার্ব্বতী সতী, পাইবারে নিজ পতি,
করিলেন পূজা সারবার।
আনন্দে ভণে চন্দ্রকান্ত শিকদার॥

শীত বর্ণন ও জলধরগণের মহিষের উৎপাত এবং দেবরাজ রাজার প্রতিজ্ঞা।

দীর্ঘত্রিপদী।

পৌষ তুষার অধিকার, কি কহিব অধিকার,
আসিয়া করিলেন শীত।
লয়ে নিজ দলবলে, প্রকাশিতে নিজ বলে,
ভূমণ্ডলে হৈল উপনীত॥
উত্তরের সমীরণ, করিতে আইল রণ,
ঝন্ ঝন্ শব্দ করি তায়।
শিশির বরুণ সনে, কোয়াসা আইল রণে,
প্রজাগণে ডরে হায় হায়॥
দিবা নিশি সর্ব্বকালে, কি সকালে কি বিকালে,
শীতকাল হয় যেন কাল।
দিন দিন দিনক্ষয়, সুদীর্ঘ শর্ব্বরী হয়,
ত্যাগে না যায় গোপাল॥
শক্তিমান নরগণ, হেরি হেন অলক্ষণ,
অনুক্ষণ আসক্ত অনলে।
যতেক আর্ত্তজন, শীতেতে পাইয়া ভয়,
সংশ্রয়ে থাকে সবে বসে॥

দীন হীন যত নর, কাঁপে সবে থর থর,
নিরন্তর অম্বর বিহনে।
ফল ফুল নাহি ধরে, বৃক্ষগণ সকাতরে,
ম্লান হয়ে বিরস বদনে॥
ধনবান নর যারা, আনন্দে থাকয়ে তারা,
মনোহরা পরয়ে বসন।
পরেছে রুমাল শাল, হেরিয়া তাদের হাল,
শীতকাল করে পলায়ন॥
কিন্তু গেলে জলাশয়, অমনি শীতের উদয়,
কম্পময় করে তনু মন।
বক্ষে উরু করি উন্নত, অঙ্গে ধরে যেন নত,
ক্রমে প্রাপ্ত নাশিলে জীবন॥
কেবল নারীর সুখ, সদাই প্রফুল্লমুখ,
নাহি দুখ যদি পতি পায়।
ত্রিযামা হইলে পরে, সুখভরে কাল হরে,
প্রাণেশ্বরে লইয়া শয্যায়॥
মিটায় মনের আবেশ, সুখের না থাকে শেষ,
কিছু ক্লেশ হয় অবশেষ।
যেকালে পুরুষ নারী, নিজ নিজ কায় সারি,
বারিতরে যায় বহির্দ্দেশ॥

যত আছে জীবগণ, সেয়ে শিশিরের বন,
পর্য্যটন করে সদা বনে ।
নানা মত করে বল, কাননে বসিয়া সব,
সেই শালপ্রায় সমাদেশে ।
এমতে আইল শীত, দিনেতে না পায় শীত,
সুশীতল শীত যে জুড়ায় ।
গগনের নিশাকর, শান্তি করে মনোহর,
নিজ কর প্রকাশ ধরায় ॥
তার সঙ্গী যত তারা, কোয়াশা ওড়িতে সারা,
দূরে সারা করিতে ধরণী ।
রহে সঙ্গে অন্ধকারে, অভিলাষে মনোলোভনে,
নিজ পাশে শেষে নিশামণি ॥
এই সঙ্গে শীতরাজা, নানা মতে দেয় সাজা,
যত প্রাণী শীত নিরন্তর ॥
জঙ্গল নগরে পরে, যাহা হৈল অতঃপরে
সর্ব্ব নরে কর স্থগোচর ॥
শরীর প্রকাণ্ডাকার, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার,
যমাগার যাহার সদন ।
এজন্যে জঙ্গলে আসি, হইয়া গহনবাসী,
রাশি রাশি নাশে জীবগণ ॥

কখন নাশিছে হয়, কখন না করীদয়,
কভু রয় লুকায়ে কাননে ।
পাইলে সুযোগ মত, প্রজাগণে কত শত,
করে হত লইয়া নির্জনে ॥
হেরি কাণ্ড ভয়ঙ্কর, প্রজাগণে সকাতর,
সুগোচর করায় রাজারে ।
শুনিয়া প্রজার কথা, মহারাজ পান ব্যথা,
আজ্ঞে যথা প্রধান বীরে ॥
যাইয়া দেখেন ভূপ, কালান্ত কালের রূপ,
জল স্থল মহিষ বধিয়া ।
হেরিয়া তাহার কায়, ভাবিয়া প্রমাদ দায়,
রাজা যান বাটী লুকাইয়া ॥
আনি নিজ নিকেতন, ঘুষণা করিল পণ,
যেই জন বধিবে বরাহে ।
কে আছেরে বলবান, বধ মহিষের প্রাণ,
কন্যা দান করিব তাহারে ॥
শ্রবণে রাজার পণ, গেল কত শত জন,
নিকেতন ফিরে নাহি আসে ।
চন্দ্রকান্ত দ্বিজবরে, কালিকার প্রাণেশ্বরে,
মনে স্মরে সুখ ভরে ভণে ॥

পতিতপাবন কর্ত্তৃক মহীষ বধ ও পার্ব্বতী বিবাহ ।

পয়ার ছন্দ ।

শুনিয়া রাজার বাণ পতিত পাবন ।
উপনীত হয়ে কহে রাজার সদন ॥
অনুমতি কর ভূপ অধীনের পর ।
সাহসে পাঠায়ে আনি মহিষ গোচর ॥
দেবরাজ মহীপতি করিলা শ্রবণ ।
হৃষ্টমতি হয়ে আজ্ঞা করিল অর্পণ ॥
রাজাজ্ঞা পাইয়া তবে চলিল পণ্ডিত ।
রাজাজ্ঞায় ধনুর্ব্বাণ লইয়া ত্বরিত ॥
বিপিন ভিতরে ক্রমে হয়ে অধিষ্ঠান ।
মহিষের প্রতি বাণ করিল সন্ধান ॥
বজ্রের সমান বাণ লাগিল বয়ারে ।
বেগেতে ধাইল রাগে জিনিয়া বয়ারে ॥
ক্রোধকামী হয়ে তবে জীবন তনয় ।
অন্য শর মারি তারে করিলেন জয় ॥
অতঃপর জিহ্বা তার করিয়া কর্ত্তন ।
রাখিয়া দিলেন তাহা আপন সদন ॥

এদিকে চণ্ডাংশু জলে প্রচণ্ড প্রবলে ।
দিল কর সুপ্রকাশে ধরিত্রী মণ্ডলে ॥
দেখিয়া পণ্ডিত কহে দ্বিপ্রহর বেলা ।
স্নান পূজাহার হেতু গোঁসাঘরে গেলা ॥
ইতিমধ্যে শুন এক আশ্চর্য্য ঘটন ।
কনকনগরে ছিল মুচী এক জন ॥
দৈবযোগে মহিষেরে নিরীক্ষণ করে ।
ক্রমে উপনীত হৈল তাঁহার গোচরে ॥
দেখে যে মহীষ তার ত্যজেছে জীবন ।
ধরাপরে পড়ে আছে প্রকাণ্ড গঠন ।
ইহা হেরি চমৎকার হয়ে প্রফুল্লিত ।
মহিষের মুণ্ড কাটি লইল ত্বরিত ॥
মনে মনে ভাবিলেক পাব রাজবালা ।
তারে লয়ে নিবারিব মদনের জ্বালা ॥
আনন্দে মহিষমুণ্ড লয়ে নিজ করে ।
উপনীত ক্রমে আসি রাজার গোচরে ॥
আসিয়া ভূপের পাশে করে নিবেদন ।
মহিষের মুণ্ড নৃপ করুন গ্রহণ ॥
তব কন্যা রূপে ধন্যা দেন পরিণয় ।
তাহারে লইয়া যাই সুখে নিজালয় ॥

শুনি এত নৃপ ক্রুদ্ধ ভাষিলা কুমারে।
সাবিস্থারে দুখী হৈলা কহেন তাহারে॥
তব সাধ্য মনাদেশে মারে বন্ধুগণ।
বধিতে কহেছে পত্তি মহিষের প্রাণ॥
এত কথা কিকারণ করিতেছে দোষ।
একথায় প্রমতে গিয়া এস দেখি॥
এদিকে পণ্ডিত গিয়া গোপীর সদনে।
আশামাটি করি সুখে আছেন শয়নে॥
রাজ কথা শুনিয়া সাধু বাহিয়া কুমারে।
হলাইব ঐ নীক গোপীর আগার॥
নিশা ভরে থাকিলেন সুখেতে গোপীদের।
কুমারে পাঠায়ে দিল অতি দূর দেশে॥
পণ্ডিতেরে দেখাইত দেখিয়া সদনে।
জিজ্ঞাসা করেন তারে মধুর বচনে॥
বল পুত্র কথা তুমি গিয়াছিলে বন।
তার কিবা করি এলে আমার সদন॥
পণ্ডিত কহেন প্রভু কালির কৃপায়।
বধিয়া এনেছি চিহ্ন দেখাতে তোমায়॥
এত বলি মহিষের রসনা লইয়া।
দরশাইল মহারাজে হর্ষিত হইয়া॥

দেখিয়া ময়ূরজিহ্বা দূরে সতীশ্বর ।
চম্পকারণ্যোপরে স্তব করয় শঙ্করের ।।
পাতকেরে জিহ্বা মোরে করালে দর্শন ।
কিন্তু দয়া তোমারেই করিব স্মরণ ।।
এত বলি সৌদামিনী ভূষিত হইয়া ।
চলিল সে স্বর্গদেশে মোহাইয়া ।
প্রবেশে চূড়া আর হইলে দিবস ।
আনন্দে বহিল দুটী পতিতে ভূতল ।।
শিব, চৈত্র মঙ্গল শুক্লে ব্রহ্মাদিক ।
বিদ্বেষ বিস্মৃত না, আর মাধব প্রভৃতি ।
অ-কারে উথলিল করি নির্ভয় ।
পাতকের শীত সাথা কহিল অমল ।।
বিশাল হইতে কৌতুক নাহি তেজ সায় ।
পতিত পার্ব্বতী, বিধু চন্দ্রকান্ত যায় ।।

পতিত পার্ব্বতীর পরস্পর সম্ভাষণ ।

পয়ার ছন্দ ।

বিবাহ বাসরে আসি পার্ব্বতীসুন্দরী ।
বিপরীত মান করি পতিতেরোপরি ।।

রহিল শয়ন করি মুখ ঢেকে তার।
ভূতলে ফেলিয়া দিল যত অলঙ্কার॥
হেরিয়া পণ্ডিত ইহা পারিয়া বুঝিতে।
কামিনীর পরে তবে লাগিল কহিতে॥
কেন ম্লান হইলা প্রাণ বদন প্রকাশি।
কোথায় লুকাল তব সুমধুর হাসি।
ঘনরূপ বাস আড়ে গেল মুখ শশী।
চকোররূপ সখী যত আছে সবে বসি॥
সেই চকোরের প্রতি পাইয়াছে ক্ষুধা।
দয়া করি সেই রূপে দান কর সুধা॥
শারোয়াঙ্ক বাত্ত গেল কাদম্বির ছাড়ি।
ইহাতে চপলা নাহি চপলা বরণী॥
কৃপা করি হাস্য যদি কর একবার।
ক্ষণপ্রভা হেরি যাব দুখ সিন্ধুপার॥
পণ্ডিত পাবন যত এই মত কয়।
শুনি ধনী ততাধিক মৌন ভাবে রয়॥
সখীগণ চারি পাশে হাসি খল খল।
এবলে উহারে সই চর্ম্ম চল চল॥
ঠাকুরজামার মত না হেরি নির্ব্বোধ।
অশক্ত ভাঙ্গিতে তিনি স্ত্রীলোকের ক্রোধ॥

তিতি যোগ অঙ্গ থাকো বুদ্ধিসিদ্ধ নয় ।
সুখের অশেষ দোষ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥
মুখপুষ্প হেলে পরে প্রদাহ জননী ।
কাকেতে যায় দিন ও মোর জননী ॥
এক মত সখী যত হবে পাপ শেষ ।
শক্তিশ কহিছে পরে পার্ব্বতীর পাশ ॥
ঠিক কি পাঁচ বিবেচিও কেন। যেতে স্থান ।
কুচ পাপ হোঁয়াযে কোন স্থানে প্রাণ ॥
তব মাঝে অপমান হইল আমার ।
ইচ্ছা হয় নিজ হরে চাহি এ দ্বাবার ॥
যতেক শুগাণী করিতেছে যত ।
শুনিয়া শরীরে যেন হইতেছি হত ॥
যে যে স্থানে অপমান হবে পাছে প্রাণ ।
তার শাস্তি তাঁর করে করহ প্রদান ॥
হস্তেতে ধরিয়া যেন অপমান কর ।
ভুজপাশে বাঁধি সাজা দেও বহুতর ॥
অধরে করহ মম অধর দংশন ।
পয়োধরে মম করে করহ নিধন ॥
বক্ষের উপরে উঠে দেও তারে সাজা ।
পামর কোমরে মার দিয়া নিজ মাজা ॥

এই মতে দেহ শাস্তি বক্ষ মনে লয়।
ধরিনু ধরিনু ধনী তব পদদ্বয়॥
এত বলি শ্যাম রায় পায় ধরিবারে।
ফিরিয়া হাসিয়া রাধা ধরিল তাহারে॥
বলে ওহে গুণমণি কি কর কি কর।
পায় নাহি দিও কর সর সর সর॥
ধরো না ধরো না পায় ধরো না ধরো না।
পাপে পূর্ণ মন আর করো না করো না॥
ছুঁওনা ছুঁওনা মোরে ছুঁওনা ছুঁওনা।
শুওনা শুওনা সেথা শুওনা শুওনা।
এসোনা এসোনা পাশে এসোনা এসোনা॥
বসোনা বসোনা তুমি বসোনা বসোনা।
দ্বিগুণ আগুণ মনে জ্বেলোনা জ্বেলোনা॥
প্রেমখেলা মোর সনে খেলোনা খেলোনা॥
আর মোরে কোন কথা বলোনা বলোনা॥
নয়নের নীরে আর ছলোনা ছলোনা॥
আর তব সনে কথা কবোনা কবোনা।
তোমার প্রেমের প্রেমী হবোনা হবোনা॥
ধরাধামে আর শান্তি রবোনা রবোনা।
স্মরের প্রবল [illegible] সবোনা সবোনা॥

কহিনু নিশ্চয় আমি কহিনু নিশ্চয় ।
কারে করি ভয় আর কারে করি ভয় ॥
হেরিয়া প্রিয়ার সেই মুখ পূর্ণশশী ।
পড়িল পাবন রায় কামরসে ভাসি ॥
কামিনীরে সাপটে ধরি করায়ে শয়ন ।
মহানন্দে মুখ তার করিল চুম্বন ॥
ভাবে না কেমন ধনী লজ্জিত বদনে ।
এদিকে নিতম্ব তার ঢুলিছে সঘনে ॥
ক্ষণে ক্ষণে ডেকে রামা [illegible] কি করে ।
আহি আহি [illegible] ॥
কহিতে সখীগণ দৌঁহারে দেখিয়া ।
[illegible] ॥
এদিকে পাখিক [illegible] ।
আনন্দে রমণ করি [illegible] ॥
প্রভাতে [illegible] রাখি [illegible] ।
কোমল কমলে [illegible] ॥
তখন অরুণোদয় হইল [illegible] ।
[illegible] উঠে ভবে [illegible] ॥
সর্ব্বরীর অবসানে দৌঁহার [illegible] ।
উঠে যেতে পড়ে চলে [illegible] ॥

ব্যস্তেব্যস্তে স্নানাহ্নিক আহারাদি যত।
সাঙ্গ করি দুই জনে ঘুমে অচেতন॥
ক্রমে ক্রমে রবি তবে গেল অস্তাচল।
কমলে মুদিল দুঃখে বিমল কমলে॥

পার্ব্বতী সঙ্গে পতিতপাবনের স্বদেশ গমন।

ত্রিপদী ছন্দ।

কিছু দিন এই মত, পরে [illegible],
[illegible]।
এল [illegible],
[illegible]।
শীতের এ বিপরীত, হেরি বসন্তের রীত,
সুললিত গায় পক্ষীগণ।
কিবা একালের শোভা, অতিশয় মনলোভা,
হেরি শোভা অস্থির জীবন॥
কোকিল মধুর স্বরে, কুহরে বৃক্ষেরপরে,
শুনে মরে বিরহিণী যত।
অলিগণ অগণন, গিয়া সবে পুষ্পবন,
অনুক্ষণ গুঞ্জরে বা কত॥

মলয়া মারুত বহে, বিরহীর প্রাণ দহে,
সবে কহে বোলি পরস্পরে ।
মর রে মলয়া বাত, পড়ুক তোমারে বাজ,
কি উৎপাত কর নিরন্তরে ।
বৃক্ষেতে পল্লবচয়, নব দল শোভি রয়,
সুখোদয় করিয়া দর্শন ।
নানা বর্ণ পুষ্প সব, বিকশিত অবিরত,
হেরি এত বাড়ে জগজ্জন ।।
বিরহেতে বিরহিণী, অনিবার সন্তাপিনী,
উন্মাদিনী পঞ্চশর শরে ।
সন্তাপে বলে সবে, প্রাণকান্ত পাব কবে,
মনোভবে নিবারণ করে ।।
পতিব্রতা নারীগণে, পতিদের আগমনে
অনুক্ষণে প্রফুল্ল বদন ।
লয়ে স্বীয় প্রাণেশ্বরে, নিবারণ স্মরশরে,
সুখে করে সদা সর্ব্বক্ষণ ।।
তাহাদের নানা সুখ, কামেতে না হয় দুখ,
হাস্যমুখ হেরি নিরন্তরে ।
যতেক যুবকগণ, সুখে দেয় সন্তরণ,
সর্ব্বক্ষণ রসের সাগরে ।।

বসন্তের আগমনে, পতিতের হৈল মনে,
নিকেতনে যাইতে তুরন্ত।
এক দিন সকাতরে, পার্ব্বতীর করে ধরে,
মধুস্বরে কহিল সমস্ত॥
এরূপ শুনিয়া ধনী, কহে করি মৃদুধ্বনি,
শুণমণি বিহনে তোমায়।
কিরূপে করিব বাস, কহ তাহা সুপ্রকাশ,
নাহি আশ থাকিতে হেথায়॥
যাইব তোমার সনে, সেবিব ও শ্রীচরণে,
এই মনে আছে অভিলাষ।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান, তোমাতে পাইব ত্রাণ,
তুমি প্রাণ রব তব পাশ॥
থাকিতে তাতের ঘরে, জ্বলিব হে নিরন্তরে,
পঞ্চশরে হানিবেক শর।
কোকিল ভৃঙ্গের রবে, মন উদাসিন হবে,
নাহি রবে প্রাণ প্রাণেশ্বর॥
শুন ওহে যুবরাজ, হেথা থাকি নাহি কায,
ত্যজি লাজ কহিনু তোমারে।
যাইব তোমার দেশে, রব সদা দাসীবেশে,
নাহি ক্লেশে ফেলিবে হে মারে॥

রায় বলে প্রাণেশ্বরী, নিরন্তর মনে স্মরি,
স্মরি স্মরি দেখেছি এখন।
কভু না ভুলিব তাই, নিশ্চয় কহিনু তাই,
যদি যাই যমের আলয়।।
তোমার কারণ প্রিয়া, বিদেশে গিয়াছে হিয়া,
উত্তরিয়া জনক নগরে।
কাঁদিলেন নরপাল, অশ্রু বিন্দু উঠাইল,
অনুক্ষণ আপন অন্তরে।।
সতীজনার স্বর্গজনা, যাহারে পেয়েছি বরে,
তারে কেমে কভু না ভুলিনা।
লয়ে যাব নিজ ঘরে, রাখিব যতন করে,
নিরন্তর নয়নে হেরিব।।
এইরূপে মৃদুভাবে, বলি রায় মনোল্লাসে,
নৃপ পাশে হয়ে উপনীত।
নতশিরে যোড় করে, ভাষে সুমধুর স্বরে,
নরবরে জানান বিদিত।।
শুন নৃপ মহাশয়, মম পরিচয়চয়,
মম আলয় সুমতি নগরে।
জীবন ভূধর নাম, অনুরূপ শালগ্রাম,
অবিশ্রাম পুণ্যে কাল হরে।।

অপর বিদায় হয়ে, উঠে নিজ নিজ হয়ে,
রাজালয়ে হৈল উপনীত।
এদিকে অস্তে দিবাকর, নির্ব্বাণ করিল কর,
নিশাকর আইল ত্বরিত॥
হেরি দোহে শশধরে, আহ্নিক আহার করে,
সুখভরে করিল শয়ন।
ক্রমে রাত্রি অবসান, কমলের গেল মান,
অধিষ্ঠান দেখিয়া তপন॥
যত ছিল দ্বিজগণ, দিবা করি দরশন,
অন্বেষণ করে পুষ্পচয়।
দিবা দেখি পেচকেতে, অন্ধ হয়ে দুঃখ মেতে
গহ্বরেতে লুকাইয়া রয়॥
যত পতিব্রতা সতী, শুয়ে ছিল লয়ে পতি,
দিবাপতি হেরিয়া ত্বরায়।
ত্যজ্য করি প্রাণেশ্বরে, দেব নামান্তরে স্মরে
ফুলন্তরে বহির্দ্বারে যায়॥
বিরহিণীগণ যত, রাত্রে প্রায় ছিল হত,
নিশা গত হেরি সর্ব্বজন।
অপার মনের সুখে, বিসর্জ্জন দিয়া দুঃখে,
স্নানসুখে করিল গমন॥

দেবরাজ দিবাকরে, হেরিয়া ধরার পরে,
সুখভরে দিয়া ধন জন।
শিবিকা শকট তরি, রাখিল প্রস্তুত করি,
রাজকুমারী করিতে প্রেরণ॥
এদিকে পণ্ডিত রায়, [illegible]স্মরি কালিকায়,
সুখে যায় লইয়া কুমারে।
হলো শেষে বাণিজ্য, জলাশয়ে গিয়া স্বত্ব,
সাগরে সহ প্রভৃতি ব্যবহারে॥
প্রাতঃকৃত্য হৈলো সায়, পৌঁছিল রাজার পায়,
দাসত্ব হইয়া নাহি ক্ষতি।
পার্ব্বতীরে লয়ে সনে, চলিলেন শুভক্ষণে,
হৃষ্টমনে আপন বসতি॥
কিছু দিন পর্যটন, করি সুখে সর্ব জন,
উত্তীর্ণ সুমতিনগরে।
দূত গিয়া দ্রুততরে, জানাইল নরবরে,
সুশীলারে আর যোড়করে॥
আনন্দে জীবন রায়, পুলকে পূর্ণিত কায়,
ত্বরা যায় রাণীর সদন।
আসিয়া কান্তার পাশে, কহিলেন মৃদুভাষে,
সম্প্রতি পুত্রেরাগমন॥

সুমধুর্ত্তা কাদম্বিনী, শুনে হয়ে আনন্দিনী,
গিয়া ধনী অমনি ত্বরায়।
বালকের অগ্নিমুখে, খাওয়াইয়া হাস্যমুখে,
মনোসুখে দিন দিন জায় ॥
এদিকেতে গুণাধার, আসিয়া রাজাগার,
সমাচার পাইয়া সুখের।
অতিশয় সুখভরে, উপনীত নিজ ঘরে,
সুনন্দনে কহিলেন ফের ॥
কাছে হেরি চন্দ্রাননা, হয়ে অতি সাহ্লাদনা,
চপলা বদনী লক্ষ্মী যেন।
ধরিয়া নাথের করে, জিজ্ঞাসিল সুমধুরে,
কুশলেতে ছিলা হে কেমন ॥
গুণাধর অতঃপরে, কহিল কান্তারোপরে,
সুন্দরীরে সুখে বিবরণ।
এরূপ শ্রবণ করি, দুঃখার্ণব পরিহরি,
সুখার্ণবে দেয় সন্তরণ ॥
এদিকেতে প্রজাগণে, পণ্ডিতের আগমনে,
হৃষ্টমনে দেখিতে তাহায়।
নিকেতন পরিহরি, বন্ধুগণে সঙ্গে করি,
ত্বরাত্বরি সকলেতে ধায় ॥

নগরস্থ নারীগণ, দেখিবারে সুশোভন,
দরশন করিতে পাইতে।
নিজ কার্য্য ত্যাজ্য করে, অতি আনন্দিতান্তরে,
সুন্দরে ধায় চারিভিতে ॥
কেহ গিয়া দাঁড়াইয়া, গবাক্ষেতে উঁকাড়িয়া,
বাড়াইয়া আপন বদন।
কেহ কেহ পতি সনে, একদৃষ্টে এক মনে,
দেখে মনে ধায় উমাপদ ॥
কেহবা ছাদের পরে, গিয়া প্রফুল্লান্তরে,
সুখে দেখে পতিদের রূপে।
মুখে বলে হরি হরি, কিবা রূপ মরি মরি,
যেন হরি অনুরূপ রূপে ॥
ক্রমেতে পণ্ডিত রায়, আপন আগারে যায়,
পিতৃপাদ প্রণমে সাদরে।
একেবারে রঙ্গালয়, হইল উৎসবময়,
সুখোদয় সবার অন্তরে ॥
পণ্ডিত যাইয়া পরে, অন্দরেতে সুসত্বরে,
জননীরে করিল প্রণতি।
এদিকেতে মনসাধে, শ্বশুর শাশুড়ী পাদে,
প্রণমিল সুখেতে পার্ব্বতী ॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতচয়, আসি সবে নৃপালয়,
সুললিত চণ্ডী পাঠে রত।
দীনহীন দুঃখীগণে, সম্প্রীতি করি যত্নে,
সমভাবে দিল দান কত॥
মহানন্দে এইমত, ক্রমে সপ্ত হৈল গত,
প্রাতোগত করি দরশন।
নানা মত কলরবে, বহুবিধ পক্ষী সবে,
হয় তবে নীড়ে উদ্দীপন॥
বারুণীতে দিনাকর, রক্তবর্ণ করে কর,
নেত্রের হেরিতে নয়নে।
কুমার হেরিয়া তাই, পণ্ডিতে বলেন যাই,
এবে যাই নিজ নিকেতনে॥
শ্রবণে পণ্ডিত রায়, অমনি দিলেন সায়,
হর্ষে যায় কুমার বসতি।
আসি নিজ নিকেতনে, পিতৃ মাতৃ শ্রীচরণে,
হৃষ্টমনে করিল প্রণতি॥
এমতে পণ্ডিত রায়, পার্ব্বতী লইয়া যায়,
মহানন্দে আপন আগারে।
স্মরি মনে কালীকায়, পণ্ডিত পার্ব্বতী গায়,
দ্বিজ চন্দ্রকান্ত শিকদারে॥

পতিতপাবন কর্ত্তৃক পার্ব্বতীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং পার্ব্বতীর সহিত সম্বাদ।

গদ্য।

সর্ব্বরীর অবসানে সুবর্ণনির্ম্মিত পতিতপাবনের পার্ব্বতী শয্যাতে শয়ন করা পরিত্যাগকরতঃ আ... ল করিয়া শয়ন করিলেন। এবং কুমুদিনী মনে মনে লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া সংকোচ করিলেন। কমলিনী প্রভাত হইয়া, বিকাশে বিরাজমান হইয়া নিতান্ত বিশেষরূপে প্রফুল্ল হইয়া অপরূপ শোভিলেন। দিবাকরের কিরণ কিঞ্চিৎ বাহিরে বিকাশিত বিস্তৃত বিমল হইয়া কমল কমলেন্দ্রে পতিত হইলেন এবং বিমল বপ্রে বিনির্ম্মিত করিয়া মকরন্দ পানকরতঃ মধুকরেরা কোমল কমলের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। বিহঙ্গম বিহঙ্গমের নিদ্রা বিলোকনে এবং বিহঙ্গমের সুমধুর স্বর শ্রবণে পুষ্পচয়নার্থে পুষ্পিত পুষ্পবনে গমন করিলেন এমত সময়ে পতিতপাবনের শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া শঙ্করীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুচরদিগকে আদেশ করিলেন। এবং কহিলেন যে সহস্র হস্ত পৃথ্বীতলে মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক ত-

উ

মধ্যে মহাত্মাদের মূর্ত্তি সংস্থাপিত কর, সহচরেরা তদনুসারে কালিকার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিল পতিতপাবন পার্ব্বতীর সম্বিধানাহারে প্রত্যহ প্রত্যুষে রামচন্দ্রের মন্দিরে আগমন করতঃ তাঁহার অর্চনা ও আরাধনে নিবিষ্ট থাকেন। এক প্রহরান্তে তাহাকে অন্তঃপুরস্থ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং সেইস্থানে স্ত্রীলোকের মধ্যস্থলে উপনীত হইয়া সর্ব্বদা তাঁর প্রজা প্রকাশপূর্ব্বক সুবিচারের প্রকার প্রবন্ধ করেন, সেইকালে অন্দরের অন্তরে প্রবেশ করতঃ আহ্নিক সমাপ্তে মধ্যাহ্নিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া অন্ন গ্রহণ করেন। অপরাহ্ন বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার সিংহাসনারূঢ় হইয়া ব্রাহ্মণদের সহিত শাস্ত্রবিচারের পর্য্যালোচনায় অবশেষ করেন, নিশাকরের নিত্য দিবোদকান্তে হইলে স্বয়ং দেবেশ্বরীর মন্দিরে গমন করিয়া যামীর প্রথম যাম ভট্টারক তাহার যাচনায় যুবরাজাসনে বসতঃ পুত্রে উপবিষ্ট হন ও নিকেতনে উপনীত হইয়া আত্মসমর্পণ্য সমাধাপূর্ব্বক প্রাণনাথ পতির চিত্তে অহর্নিশ সর্গাঙ্কে প্রাণপ্রিয়া পার্ব্বতীর সঙ্গে কথোপকথনে যামিনী যাপন করেন।

এইরূপে একবর্ষ অতীত হইল। একবৎসরান্তে, যুবরাজের পিতা মাতার প্রাণ বিয়োগ হইল। যুবরাজে মহা সমারোহে জনক জননীর সৎকার করিয়া রাজকার্য্য এবং প্রজা পালন করিতে লাগি... একদা নিশিযোগে নিদ্রাভিভূত আছেন এমত সময়ে ভবানী তাঁহার শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করি... স্বপ্নযোগে কহিতেছিলেন, বৎসে স্ত্রীয় এবং পার্ব্বতীর বঁধুয় বিনাশ হইয়াছে এক্ষণে কুমারের প্রতি রাজ্য শাসনের ভার প্রদান করতঃ মদীয় ... চল। ভবদীয় অঙ্গজ জন্মিলে সেই জন... অভিষিক্ত হইবেক। কল্য প্রত্যুষে শাসন ... করিব, অবিলম্বে তাহা লইতে গমন ... শিবানী যুবরাজের প্রতি স্বপ্নযোগে এই ... সম্ভাষ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

পণ্ডিতপাবন পশুপতির প্রিয়তমার বচন শ্রবণে ... হইলেন। ক্রমশঃ রজনীকান্ত জ্যোতিযুক্ত বিহীন হইয়া অদৃশ্য হইলেন। চন্দ্রকান্তাচয় ...কান্তের কান্তি কান্ত দর্শনান্তে একান্ত অশান্ত হই... কান্তের অনুগমন করিল।

বিবিধ বিহঙ্গবর্গ বৃক্ষে বসিয়া বিভাকরের

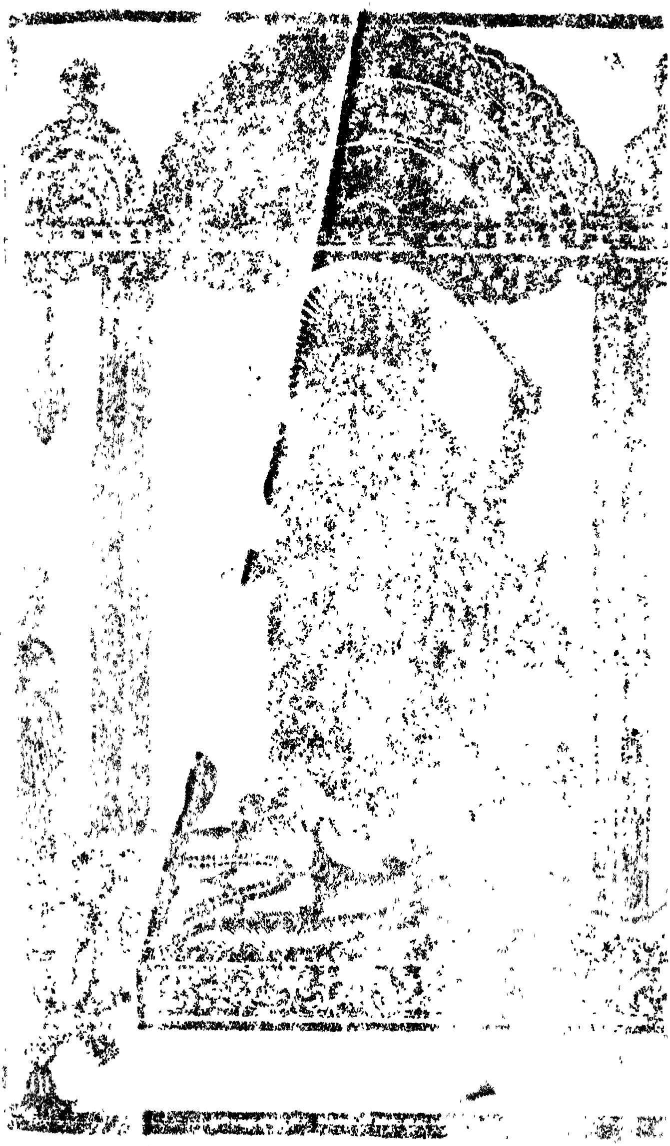
নিস্তব্ধ নিশেকে বিশ্বপতির প্রতি দয়ার্দ্রকর গাহে সুমধুর স্বরে গীত গাইয়া জগজ্জনের মন মোহিত করিতে লাগিল। অপর সমন্দ সমীর সঙ্গ বশতঃ সকলের গন্ধের গন্ধে অন্ধ হইয়া বকুল মুকুল কুন্দ কুসুম পরিত্যাগকরতঃ উপবেশন করিল। সে রূপা দিয়ে নিরানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার গন্ধে তৃপ্ত হইয়া মধুমক্ষিকাগণ মধুপানে ক্ষান্ত ত্যাগকরতঃ শাক্ষ্যাস্যাক্তে অপূর্ব্ব অন্তরে নলিনীকান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। রমণীগণের নেত্র নিদ্রার জড়িমা গেল কমলাবক্ষ কামিনীর অধর কোমলাঙ্গ স্ব স্ব করে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পতিতপাবন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ প্রিয়তমার পার্শ্বে আদ্যোপান্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পার্ব্বতী পতির ভারতি শ্রবণে অনঙ্গকুমার সুশীতল জ্ঞানকরতঃ সুখার্ণবে মগ্ন হইলেন।

অনন্তর যুবরাজ বিভাত বাসহরাদি সমাপ্ত করতঃ বন্ধুদিগের সদনে বিদায় হইয়া কুমারকে রাজ্যভার দিয়া বহির্দ্দেশে একনা গমে উপবেশন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে স্বর্গস্থ স্বর্ণস্যন্দন সারথি

লহিতে যুবরাজের সহিত [illegible] করিয়া [illegible] অগ্নিশর্মাদি । এদিকে [illegible] সহিত [illegible] হইয়া [illegible] করিলেন । [illegible] লইয়া গেল ।

[illegible] লাগিল । এবং [illegible] হইয়া [illegible] হইয়াছে । এইরূপ [illegible] সুখী হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন ।

সমাপ্ত ।



বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি পাথুরিয়াঘাটার রাজকুমারের স্ট্রীটে [illegible] নং ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট উচিত মূল্য প্রদান করিলে পাইতে পারিবেন অথবা, [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ১২ নম্বর ভবনে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাইতে [illegible] হইবেক।

[illegible] [illegible]

উপক্রমণিকা।

শরৎকালীয় কোন বাসরান্তে কতকগুলিন স্বকীয় প্রিয়বন্ধুদিগের সমভিব্যাহারে এক সুশোভন উপবন ভ্রমণার্থে সানন্দিতান্তঃকরণে গমন করিলাম। তথা উপনীত হইয়া স্বভাবের বিচিত্র ভাব দর্শনে অন্তর মধ্যে বিবিধ ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। মধুকরগণ মকরন্দ পানে মোহিত হইয়া মকরকেতনের গুণ গুন গুন স্বরে গান করত এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে গুঞ্জ গুঞ্জ গুঞ্জরিয়া বসিতে লাগিল। গন্ধবহ মন্দ মন্দ বহিয়া নানা জাতি যূথী জাতী সেঁওতী মালতী মল্লিকা প্রভৃতি প্রসূনের পরম প্রীতিকর গন্ধ নাসিকা রন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া আমাদিগের সহিত যেন গল্প করণাভিলাষে অগ্রসর হইল। নানাবিধ শাখীগণ শাখা প্রশাখা প্রশস্ত করিয়া থাকাতে জ্ঞান হইল যেন আমাদিগকে পঞ্চশাখ

...করিয়া প্রণয় প্রকাশে তাহার অধোদেশে... দর্শনার্থে আহ্বান করিতে লাগিল। ... পক্ষ পরিসর পূর্ব্বক পরমানন্দে ...স্বরে ধ্বনি করতঃ, গগণমার্গ দিয়া গমন করাতে বোধ হইল যেন সুবর্ণবর্ণ সরিষার ক্ষেত্র শূন্যপথে সংগীত করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

এই সকল দর্শনান্তরে উক্ত উপবনের বারুণীদেশে গমন করিলাম। তথা মনোহর এক সরোবর দৃষ্টিপথে পতিত হওয়াতে অন্তর মধ্যে সাত্তিক সুখের সঞ্চার হইতে লাগিল। এবং ঐ সরসী সলিলে সংপূর্ণ ছিল, তাহাতে কমল কুমুদ আদি নানাবিধ পুষ্প থাকাতে অনুমান হইল, যেন কৃষ্ণবর্ণ চিত্রপটে শুভ্র রক্ত এবং হরিদ্বর্ণে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে।

এই মত অবলোকন করিতেছি এমত কালে প্রভাকর ক্রমশঃ প্রভাচয় পৃথিবী হইতে নিকেতনে প্রেরণ করিয়া, আপনি যেন প্রহর্ষিতান্তরে স্বর্ণময় সিংহাসন আরোহণ করতঃ অস্তাচলে গমন করিলেন। তাঁহার বিরহে কমলিনী মলিন

হইয়া মুদিত হইল, এবং পক্ষীগণ কলরব করিয়া নিজ নিজ নীড়ে গমন করিল, দিবাভাগে নক্ষত্রেরা যেন অন্ধ হইয়াছিল এক্ষণে ত্রিযামা ঔষধি সেবন করতঃ নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিগে চাহিতে লাগিল, চক্রবাকী হৃদয়বল্লভের সমাগম পরিত্যাগ করিয়া, ম্লানমুখী হইয়া বৃক্ষের উপরে উপবেশন করতঃ প্রাণনাথের বিরহে নেত্রনীরে ভাসিতে লাগিল।

সন্ধ্যাকাল উপনীত দেখিয়া মিত্রদিগের সঙ্গে উক্ত পুষ্করিণীর পুলিনে বসিয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপ্ত করিলাম; ক্রমে দুই দণ্ড রাত্র হইল, এবং পূর্ব্বদিকে চন্দ্রোদয় হওয়াতে অন্ধকার দুরন্তর স্বস্থানে প্রস্থান করিল। শশধর উদিত, কমল মলিন, এবং তমোরাশি বিনাশ অবলোকন করিয়া কুমুদিনী উল্লাসিনী হইয়া স্বভাবে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, কাযে কাযে দশন কুসুম বিকশিত করিয়া যেন হাস্য করিতে লাগিল। প্রাণেশ্বরের প্রভা হেরিয়া তারাগণ যেন নিজ নিজাননে অবগুণ্ঠিকা টানিয়া দিল তাহাতে তাহাদিগের বিভা আর অকিঞ্চন রহিল

না। কিন্তর আশ হইল। চকোর চকোরীগণ সুধাকর কর বিহনে বিরলে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া ছিল এক্ষণে নিজরাজে নভোমাঝে বিরাজমান দেখিয়া আনন্দ সাগরের সলিলে অবগাহন করতঃ সুধাকরের সুধাপান করিতে লাগিল। কলানিধির কিরণ উক্ত সরসীর নীলাম্বে পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা উৎপাদন করিল। এ কাননের শোভা একাননে ব্যক্ত করা অসাধ্য, অতএব সাধ্যমত কিঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম। অনুভব হয় যেন মনোভব সুখানুভবে স্বভাবের বৈভবের প্রভব অবধি শেষ পর্য্যন্ত দর্শনার্থে এই গহন মধ্যে আবির্ভাব পাইয়া প্রবল প্রভাব প্রকাশ করিতেছেন। যে নারী অহরহ বিরহরোগে নিরহ এবং নিরীহ তিনি সহসা এ বনে উপনীত হইলে সত্বরে থর থর হইয়া থর থর কাঁপিয়া ধরধর বলিয়া প্রাণেশ্বরকে ডাকিতে থাকেন। আর বিরহিণীকুল এ কাননের মধ্যে যে বকুল বৃক্ষ আছে তাহাকে অবলোকন করিয়া এবং অলির কুল কুল রব শ্রবণে, এবং প্রসূনদিগের পরিমল প্রতিকূল পান এবং মলয়া-মারুতের কনকন সহিত মন্দ মন্দ

বহনে আকুল হইয়া ব্যাকুলিত চিত্তে বকুলের মূলে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া উপগতি অন্বেষণে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে থাকে।

উপবনে উপবেশন করিয়া এই মতে স্বভাবের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি। এমন সময়ে ঘ- নরে অম্বরে আচ্ছাদন করিল। সুধাংশুর অংশু এবং নক্ষত্রের ভাতি অপ্রকাশ পাইল। তাহাতে বোধ হইল যেন কুমুদিনীর সহিত শশাঙ্ক পরি- হাস করিতে করিতে ব্রীড়ায় বিরত হইয়া নিবরণ বসনের আবরণে লুক্কায়িত হইলেন। ক্ষণপ্রভ- প্রভা পাইয়া ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ হইয়া ক্ষপাকর প্রতি কর ক্ষেপণ করিতে লাগিল। অনুমান হ- ইল যেন ক্ষপাকর ক্ষান্ত থাকিতে অক্ষম হইয়া, কুমুদিনীর প্রতি হাস্য শর সন্ধান করিতে লাগি- লেন। অনিল অতিবেগে বহিতে লাগিল, য- াহাতে উন্নত পাদপচয় সমূল সহিত উৎপাটিত হইয়া ভূমিসাৎ হইল। এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুগণ পবনের প্রবল প্রতাপে গগণে উত্থিত হইতে লাগিল। এবং অশনি ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া উ- ঠিতে লাগিল। তাহাতে বোধ হইল যেন সকল

উত্তরঙ্গ করতঃ আমাদিগকে অশন করিতে আসিতেছে। আমরা সকলে সমীরণের ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া এক পুরাতন মহীরুহের জীর্ণ-কোটরে লুকাইলাম। কিয়ৎকালান্তরে সমীরের শক্তি কিঞ্চিৎ হ্রাস দেখিয়া, বহু যত্নে এবং বি-শ্রম শ্রমে স্বীয় স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলাম।

পথিমধ্যে আসিতে আসিতে ধরাধর হইতে বারিধারা ধীরে ধীরে পতিত হইতে লাগিল। প্রচণ্ড পবন যেই রূপ চণ্ড হইয়া বৃক্ষগণে লণ্ডভণ্ড করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রভাব তদ্রূপ রহিল না। আমরা সকলে ক্রমশঃ নিকেতনে পৌঁছিয়া আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুষ্কাম্বর পরিধান করিলাম। এবং সেই উপবনের বৃত্তান্ত আদ্যন্ত অন্তরে উদ্দীপন হওয়াতে পরাৎপর পরম পিতা পরমাত্মা পরমেশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ করিতে লাগিলাম। এইরূপে এক প্রহর রজনী হইল, এবং পুনর্ব্বার ঘনরূপ ছত্রাতপ ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে চন্দ্রমার চন্দ্রিকা তাহার অন্তরাল হইতে প্রকাশ পাইল। চপলা চঞ্চলা হইয়া আপনাকে দুর্ব্বলা

স্তার করতঃ নষ্টকাট কাদম্বিনী পরিহরি চম্পট করিল। গ্রহগণ অবিকল উদয় হইল।

এমন কালে আমি আহারাদি সমর্পণ করিয়া শয্যায় গমন করতঃ শয়ন করিলাম। ক্রমশঃ নিদ্রারূপিণী পরী আমার সদনে দর্শন দিলে, আমি নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। এবং স্বপ্ন সহকারে এক বিপ্রের বেশ ধারণ করিয়া যেন আমার সহিত মিত্রতা করিলেন। কিয়ৎকালের পরে আমার সহিত বিবিধ কথোপকথন করিয়া কহিলেন, বন্ধু! চল চল আমরা প্রান্তরে গিয়া ভ্রমণ করি। তাহার এই বচন শ্রবণে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার কর স্বকরে ধারণ করতঃ প্রান্তরে চলিলাম। এবং অতি অল্প ক্ষণের মধ্যে সেই তেপান্তরে উপস্থিত হইলাম।

প্রান্তরের মনোহর শোভা প্রেক্ষণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। হীরকে এবং সৌবর্ণে কোন স্থল মণ্ডিত থাকিলে যেই রূপ দর্শায়, প্রান্তরময় পক্কধান্যে পরিপূরিত এবং মধ্যে মধ্যে নির্মল সলিল থাকাতে তদ্রূপ দেখাইতে লাগিল। এই শোভাদির দর্শন করিতে করিতে যেমন

ক্রমশ নদ্রিতেছি অমনি আমাদিগের অভিমুখে এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলাম। স্বপ্ন কহিলেন বন্ধু, এই সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে এক স্বর্ণের মন্দিরের মধ্যে মহামায়া কালিকার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে যদি আপনি জগন্মাতার শ্রীপাদপঙ্কজ দর্শনে যাইতে চাহেন তবে আমার সমভিব্যাহারে আসুন আমি তথা লইয়া যাইব। এই কথা শ্রবণে তাঁহার সঙ্গে উক্ত সুড়ঙ্গ দিয়া চণ্ডিকার শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষে গমন করিতে লাগিলাম। সুড়ঙ্গের দুই পার্শ্বে নানাবিধ মণি প্রজ্জ্বলিত হইয়া যদ্রূপ আলো করিতেছিল, কোটি কোটি প্রদীপের প্রভায় তাহার এক এক মণির শতাংশের এক অংশ উজ্জ্বলতা উৎপাদন করিতে অক্ষম হয়।

ক্রমশ কিয়ৎকাল গমন করিয়া আমাদিগের সম্মুখে এক কনকমণ্ডিত মন্দির দেখিতে পাইলাম। যাহার শিখরদেশ হীরকে খচিত এবং অতি উচ্চ ভাবে রহিয়াছে।

উক্ত শিখরোপরি দিবাকরের কর পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতে

লাগিল। বোধ হইল যেন ভাস্করের ভয়ে কিঞ্চিৎ শঙ্কায় জড়িত হইয়া শিখরের অন্তরালে লুক্কায়িত ভাবে রহিয়াছে এবং ভানু মেদিনীর উপর ভানু প্রকাশ করিতেছেন কি না তাহা অবলোকনাশে এক এক বার কম্পমান হইয়া যেন দেখিতে আসিতেছে।

মন্দিরোপরে সূর্য্যদেবের ভাতি পতিত হওয়াতে অনুমান হইল, যেন অনলে মন্দির দাহন হইতেছে। উক্ত মন্দির আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, বন্ধু কহিলেন বন্ধু! ঐ দেখ সুবর্ণে নির্ম্মিত মন্দির দেখা যাইতেছে। দেবালয় দর্শনে, আমি যেমন বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি তাহা বর্ণন করা অসাধ্য, কেন না আমি পূর্ব্বে এমন অপরূপ গৃহ দর্শন করি নাই।

আমরা ক্রমশঃ মন্দিরে অধিষ্ঠান হইলাম। এবং জগদানন্দ-কারিণীর নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে অন্তরে ভক্তির সঞ্চার হইল, আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতঃ মহামায়া মহেশ্বরীর মহামূল্য চরণ অবলোকন করিতে লাগিলাম, এবং মহাকায় মহাকালাভিধান মহাদেব মহাবল পরাক্রান্ত মহা

মহিমান্বিত বহু মণি মহামূল্য স্থানে মহামা-
য়ার পাদপদ্ম হৃদয়মধ্যে স্থান দান করত শ্রীপদের
পদামত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।
ভবানী বৈরিবংশ ধ্বংস করিয়া তাঁহাদিগের ম-
স্তকে মুণ্ডমালা গ্রথিত করিয়া গলদেশে পরিধান
করিয়াছেন। এবং চতুঃপার্শ্বে ক্রমবং প্রস্তরে নি-
র্মিত ভূত প্রেত ভৈরবাদির প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে,
আমি এই সকল দর্শন করিয়া স্বপ্নকে কহিলাম
বন্ধু! আপনি কহিতে পারেন এই মহামায়ার
মূর্ত্তি কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন?
আমার এই কথা শ্রবণে স্বপ্ন পণ্ডিতপার্ব্বতীর
ইতিহাস বর্ণন করিয়া কহিলেন যে পণ্ডিত মহী-
পতি এই স্থলে মহামায়া ভবানীর মূর্ত্তি, স্ববর্ণের
মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়া-
ছেন। তাঁহার এই বাক্যচয় শ্রবণান্তে নিদ্রা-
রূপিণী পরী আমার নিকট হইতে গমন করি-
লেন। আমি জাগ্রত হইয়া অতিশয় চমৎকৃত
হইলাম, কেন না আমি যে শয্যায় শয়ন করি-
য়াছিলাম দেখিলাম যে সেই শয্যায় আছি এবং
কোথায় বা স্বপ্ন আর কোথায় বা স্বর্ণমন্দির

কিছুই দৃষ্টি হয় না। তখন আমার মনোমধ্যে ভয় হইল আমি শয্যা হইতে উঠিয়া দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বহির্দ্দেশে গমন করিলাম। অঙ্গনে উপনীত হইলে আমার ভয়ের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। কেন না প্রাঙ্গণে অধিষ্ঠান হইয়া বিধুর বিভা দর্শন করিলাম, সায়ংকালের পর যে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল তাহার অম্বু অঙ্গিণার মধ্যে মধ্যে ছিল, তদুপরি জ্যোৎস্না পতিত হইয়া অতিশয় সুশোভা সম্পন্ন দেখাইতে লাগিল। অল্প অল্প সমীরণের সঞ্চার হওয়াতে উদক সকল স্পন্দন হইয়া শোভার আরো সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল। রাহুর ভয়ে শুভ্রাংশু যদ্রূপ ভীত হইয়া থর থর করতঃ কাঁপিতে থাকেন, উঁহার এক এক ভাগ নীলাম্বে এক এক ভাগ মৃগাঙ্ক তদ্রূপ কাঁপিতেছে দেখিতে পাইলাম। ক্রমশঃ প্রাতঃকাল উপনীত হইল। শশধর অস্তাচলে গমন করিলেন। কলানিধির কৌমুদী অদর্শনে কুমুদিনী কাতর হইয়া মুদিত হইল। এবং নক্ষত্রেশের গমনে নক্ষত্রেরা নভোমণ্ডল হইতে অপ্রকাশ পাইয়া স্ব স্থানে প্রস্থান

করিল। কোকিল নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কুলশীল কুলবান্‌দিগের অন্তরে স্বরের জ্বালা প্রকাশার্থে চমৎকার হুঙ্কার করিয়া আপনার পীন কান্ত কহিতে লাগিল। অন্যান্য বিহঙ্গগণ তদুপরে বিবিধ স্বরে ডাকিয়া যেন বিরহিণীদিগের প্রতি পঞ্চশরের শর সন্ধান করিতে লাগিল এবং তাহাদিগের সেই মধুমিশ্রিত স্বর শ্রবণ করিয়া শ্রবণ কুহর কহই যে সন্তোষ হইল তাহা কহিতে পারি না।

কোন ব্যক্তি সুধার স্বরে বীণাবাদন করিলে অন্তরে যে সুখোদয় হয়, পক্ষীগণের কলরবে তাহা অপেক্ষা কোটি গুণ সুখোদয় আমার অন্তরে হইতে লাগিল। বিপ্রকুল প্রাতঃকাল দর্শনে প্রফুল্লিত চিত্তে পুষ্পচয়নার্থে পুষ্পবনে গমন করিলেন। কেহ বা প্রসূন আহরণ করিয়া নবগঙ্গার নির্ম্মল নীরে প্রাতঃস্নান করতঃ ভগবান ভবানীপতির পূজা করিতে লাগিলেন। কেহবা সূর্য্য দেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। কেহ বা সর্ব্ব দেবের পূজা সমাপ্ত করিয়া আপনার ইষ্ট দেবের অর্চনা করিতে লাগিলেন। পণ্ডি-

প্রসন্না সতী প্রাণেশ্বরের পাশে মনোল্লাসে সমস্ত শর্ব্বরী সুখে শয়ন করিয়াছিল, এক্ষণে পূর্ব্বাহ্নের চিহ্ন দর্শন করিয়া পতির অনুমতি লইয়া বহির্গতা হইল। স্বামী তাহার বিচ্ছেদ উচ্ছেদ করিতে অশক্ত হইয়া শয়ন-সুখ ভেদ করতঃ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রিয়সীর সুধীর গমন এবং চন্দ্রানন অবলোকন করিতে করিতে বহির্গমন করিলেন। প্রভাত সমীরণ যেন রণবেশ ধারণ করিয়া কন্দর্প স্মরণ করতঃ বিরহিণীদিগের অঙ্গে বহিতে লাগিল। মধুপানে মত্ত হইয়া মদনের চর পামর ভ্রমর যেন কোমর বান্ধিয়া বিরহিণীগণের সহিত সমর করিতে প্রস্তুত হইল।

প্রভাতে প্রভাকরের প্রভাতে পৃথিবীময় রক্তবর্ণ ভাতি প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং তরুণ অরুণ দর্শনে অনুভব হইল; যেন পূর্ব্বদিকে সুবর্ণের থালায় ধনঞ্জয় জ্বলিতে জ্বলিতে উদিত হইতেছে। পদ্মবন্ধুর বিরহে পদ্ম ছদ্মবেশে ছিল; এক্ষণে প্রাণেশ্বরে অম্বরে উদিত হেরিয়া সে বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদ্মিনী পদ্মরাগের

জ্যোতি ধারণ করিয়া প্রফুল্লিত মনে পদ্মাকরে প্রস্ফুটিত হইল। কৈরবের সৌরভ চতুর্দ্দিগে সুপ্রকাশ হইলে ভৈরবাকৃতি ষট্‌পদ গুন্ গুন্ রবে কমলের কোমল হৃদয়ে উপবেশন করিয়া মকরন্দ পান করিতে লাগিল। আমি এই কালে প্রাতঃ-ব্যবহারাদি সমাপ্ত করতঃ কোন প্রিয়-বন্ধুর নি-কটে গমন করিলাম, এবং তাঁহার সদনে আমার স্বপ্ন বিবরণ বর্ণন করিলাম। তাহাতে তিনি কহিলেন যে "পতিভক্তপার্ব্বতীর,, ইতিহাস পদ্য ছন্দে রচনা করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে উত্তম হয়। তুমি "মধুমালা,, নাম্নী এক পুস্তক পদ্য ছন্দে রচনা করিয়াছ; তাহাতে আমি অনুভব করি যে তুমি তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত পদ্য ছন্দে বিরচন করিতে অক্ষম হইবেনা। রচনা করি-লে অনায়াসেই করিতে পারিবে, অতএব তুমি উহা যত্ন পূর্ব্বক রচনা কর, বরং প্রকাশ কালীন আমি কোন প্রকারে সাহায্য করিব।

তাহার এই বচন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিপুল পরি-শ্রমে এবং বহু যত্নসহকারে এই কাব্য ইতিহাস

বিরচন করতঃ মুদ্রাঙ্কিত করণার্থ সেই প্রিয়বর গুণাকর বিজ্ঞবর বন্ধুর সন্নিধানে কহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিতে দিলেন। কিয়দ্দিবসের পর পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, এক্ষণে অনুগ্রাহক গুণগ্রাহক কাব্যা-মোদি মহোদয়গণের সদনে বিনয় পুরঃসর আবেদন করিতেছি যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে চরিতার্থতা লভ্য করিব এবং এই পুস্তকের রচনা যে অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা আমি কখনই স্বীকার করিতে পারিনা। অতএব যদি কোন স্থানে লিখনে কিম্বা মুদ্রাঙ্কনে দোষ হইয়া থাকে তাহা মহাশয়েরা নিজ নিজ কৃপাগুণে মার্জ্জনা করতঃ দোষ সংশোধন করিয়া আমার উৎসাহ রূপ মহীরুহের মূলদেশে বারি সেচন করিবেন ইতি ১২৬৭ সাল তারিখ ১৫ আষাঢ়।

শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা।

সাং সাকুলিয়া।